ফয়যানে মদীনা

এপ্রিল ২০২২ ইংরেজি রমযানুল মোবারক ১৪৪৩ হিজরী,
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

কুরআন সম্পর্কে ভাবুন
ব্যবসার আহকাম
রমযান মাস লুটতরাজের নয় বরং দান করার মাস
দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
মাদানী পুস্তিকা অধ্যয়নের সাড়া
মানসিক রোগ
শিশুদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উপদেশ



Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)



এপ্রিল ২০২২ ইংরেজি, রমযানুল মোবারক ১৪৪৩ হিজরী

উপস্থাপনায়:

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

ধারাবাহিক পর্ব : আবেদন

কুরআন সম্পর্কে ভাবুন

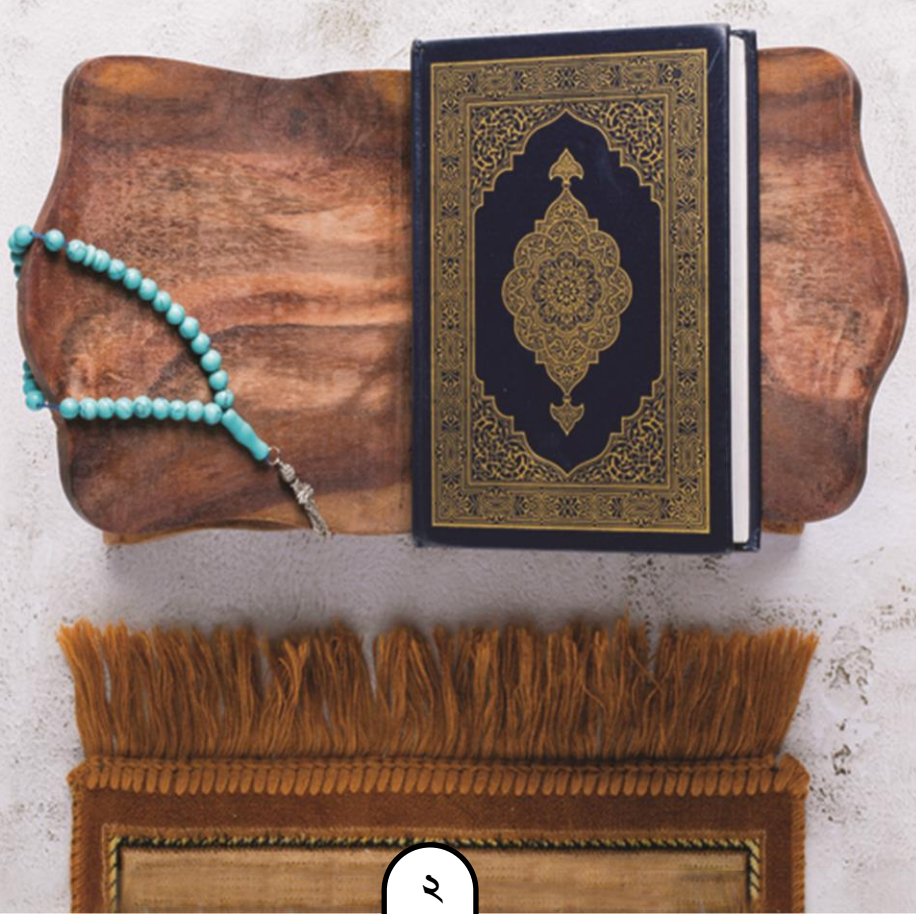
তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ বিন কায়েস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বসে ছিলেন। হঠাৎ **আল্লাহ পাকের** পবিত্র কালামের এই আয়াতে মুবারাকাটি তাঁর মনে আসল:

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের খ্যাতির উল্লেখ রয়েছে, তবে কি তোমাদের বিবেক নেই?)[১] তখন তিনি সতর্ক ও হুঁশিয়ার হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন: আজকের দিনে আমার জন্য আবশ্যক যে, আমি কুরআনে পাক দেখবো এবং এতে আমার ব্যাপারে (আলোচনা) অনুসন্ধান করবো, এমনকি আমি জেনে যাবো যে, আমি কার সাথে রয়েছি আর কোন ধরনের মানুষের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখি? অতএব; তিনি কুরআন শরীফ খুললেন, তাঁর দৃষ্টি কুরআনে পাকের এই আয়াতে মুবারাকার উপর পড়লো:

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿۱۹﴾



(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তারা রাতে ঘুমাতো ও রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর তাদের সম্পদে প্রাপ্য ছিলো ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের।)[২] আরো কিছু দেখার পর একটি সম্প্রদায়ের আলোচনা তিনি এই বাক্য দ্বারা পেলেন:

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫ وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে এবং আপন **প্রতিপালক**কে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে, আর আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু দান-খয়রাত করে।)[৩] আরো কিছু ভালো লোকদের উত্তম আলোচনা পাঠ করে তিনি থেমে গেলেন এবং (বিনয় করে) **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** আমি নিজেকে এই সকল লোকের মাঝে চিনতে পারছি না। অতঃপর তিনি আবারো অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন, তাঁর কিছু লোকের ব্যাপারে এই বাক্যে দৃষ্টি পড়লো:

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যখন এক **আল্লাহ**র কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ সংকুচিত হয়ে যায়, যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না; এবং যখন তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখনই তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।)[৪] আরো পড়তে পড়তে কিছু অবাধ্য লোকদের তিনি এভাবে পেলেন: যারা দোযখে থাকবে আর তাদেরকে জান্নাতীরা জিজ্ঞাসা করবে:

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿۴۳﴾ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآىِٕضِيْنَ ﴿۴۵﴾ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴۶﴾ حَتّٰۤى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿۴۷﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমাদের কিসে দোযখে নিয়ে গেছে? তারা বলবে: আমরা নামায পড়তামনা এবং মিসকিনকে খাবার দিতাম না। আর অনর্থক চিন্তাভাবনা কারীদের সাথে অনর্থক চিন্তা করতাম এবং আমরা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করতাম, অবশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু এসে গেছে।)[৫] এখানে এসে তিনি আবারো থেমে গেলেন ও বললেন: **হে আল্লাহ পাক!** এই সকল লোকদের থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি! আমি তাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছি। এর পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা উল্টাতে রইলেন এবং নিজের ব্যাপারে (আলোচনা) খুঁজতে রইলেন। এক পর্যায়ে এই আয়াতে মুবারাকায়.....:

وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর অপর কতেক লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুনাহসমূহ স্বীকার করেছে এবং মিশ্রিত করেছে-একটা ভালো ও অপরটা মন্দ। এ বিষয়টি নিকট যে, **আল্লাহ** তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।)[৬] ....পৌঁছে থেমে গেলেন। আর নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলেন: **হে আল্লাহ পাক!** এরাই সেই লোক (অর্থাৎ এই লোকদের মাঝেই আমার আলোচনা রয়েছে)।[৭] **হে আশিকানে রাসূল!** আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের নিজের **প্রতিপালকে**র কালামের প্রতি কিরূপ আকর্ষণ ছিলো এবং তাঁরা চমৎকারভাবে কুরআনে করীম পড়তেন আর এতে চিন্তা ভাবনা করতেন। আমাদেরও তাঁদের ন্যায় নিজের চিন্তা ভাবনাকে পবিত্র রাখা উচিৎ এবং নিজের চিন্তাভাবনার দিক নিজের **প্রতিপালকে**র কালামের দিকে ফিরিয়ে নেয়া উচিৎ, তা পাঠ করা ও এ ব্যাপারে এরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে থাকা উচিৎ, ঈমানদারদের যেই উত্তম আমল কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে আর এর উপর যে পরকালিন প্রতিদান ও সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, আমরাও কি এই নেক আমলগুলো সম্পাদন করে এই সাওয়াব অর্জন করাতে লেগে আছি? অনুরূপভাবে কুরআনে করীমে বর্ণিত অবাধ্যদের যেই কাজ রয়েছে, সেই ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা উচিৎ, যেন জানতে পারি আমরা কি নিজেকে এই কাজগুলো থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি নাকি রাখিনি? নিশ্চয় এভাবে কুরআনে করীম পাঠ করার জন্য আমাদের আপন **প্রতিপালকে**র কালামকে বুঝতে হবে এবং তা বুঝার জন্য এর অনুবাদ ও তাফসীর সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তাসাউফের অনেক বড় ইমাম হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালেব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: قَدْ اُمِرْنَا بِطَلَبِ فَهْمِ الْقُرْآنِ كَمَا اُمِرْنَا بِتِلَاوَتِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় আমাদেরকে কুরআনে করীম বুঝার ব্যাপারে এভাবে আদেশ করা হয়েছে, যেভাবে এর তিলাওয়াত করার

আদেশ দেয়া হয়েছে।[৮] কুরআনে করীমের মুসলমানের উপর একটি হক: জি হ্যাঁ! কুরআনে মজীদের মুসলমানের উপর একটি হক এটাও রয়েছে: তারা এটি বুঝবে ও এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে, যেমনিভাবে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় আমি সেটাকে আরবী কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[৯] এই আয়াতে মুবারাকা থেকে জানা গেলো, মুসলমান কুরআনে মজীদকে বুঝবে ও এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে আর তা বুঝার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া জরুরী, কেননা এই কালাম আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্য যারা আরবী জানেন না বা যারা আরবী ভাষায় পারদর্শী নয় তাদের উচিৎ, বিশুদ্ধ আকীদার নির্ভরযোগ্য ওলামাগণের অনুবাদ ও তাঁদের তাফসীর অধ্যয়ন করা, যাতে তারা কুরআনকে বুঝতে পারে।[১০] কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী আয়াতগুলোর মধ্যে একটি আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ مُبٰرَكٌ لِّیَدَّبَّرُوْۤا اٰیٰتِهٖ وَ لِیَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, বরকতময়, যাতে তারা সেটার মধ্যে চিন্তাভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।[১১] তাফসীর সহকারে ও তাফসীর ছাড়া কুরআনে করীম পাঠকারীদের উদাহরণ: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আয়াস বিন মুয়াবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যারা কুরআনে মজীদ পাঠ করে কিন্তু এর তাফসীর জানেনা, তাদের উদাহরণ ঐ লোকদের মতো, যাদের নিকট রাতের বেলা তার বাদশাহর চিঠি এলো কিন্তু তার নিকট প্রদীপ ছিলো না, যার আলোতে সে সেই চিঠি পড়তে পারবে, তখন তার মন ভীত হয়ে গেলো যে, সে জানে না এই চিঠিতে কি লিখা ছিলো? আর ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন পাঠ করে এবং এর তাফসীর জানে তার উদাহরণ ঐ জাতির ন্যায়, যাদের নিকট বার্তাবাহক প্রদীপ নিয়ে এলো তখন সে প্রদীপের আলোতে চিঠির লেখা পড়ে নিলো আর সে জেনে গেলো, চিঠিতে কি লিখা আছে।[১২] কুরআনে করীমের ব্যাপারে কিরূপ চিন্তাভাবনা নির্ভরযোগ্য? নিশ্চয় কুরআনে পাকের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। কিন্তু এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, এতে সেই চিন্তাভাবনা নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ, যা কুরআনের ধারক **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও **তাঁর** সাহচর্য লাভকারী সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাবেয়ীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن জ্ঞানের আলোকে হয়, কেননা সেই চিন্তাভাবনা, যা ঐ সত্তার বাণীর পরিপন্থি, **যাঁর** উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ চিন্তাভাবনার পরিপন্থি হয়, যা অহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যবেক্ষণকারী বুযুর্গদের ছিলো, তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। তাই আধুনিক যুগের সেই নিত্য নতুন গবেষকদের (Researchers) থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, যারা চৌদ্দশত বছরের ওলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দীস ও মুফাসসীর এবং সকল উম্মতের ধারণাকে ভুল ঘোষনা করে দিয়ে কথায় বা কাজে এরূপ বলতে দেখা যায় যে, কুরআনে করীম যদি কেউ বুঝে তবে আমরাই বুঝি, পূর্ববর্তী সকল উম্মত অজ্ঞই ছিলো। এরা নিশ্চয় পথভ্রষ্ট।[১৩] সকল আশিকে রাসূলের প্রতি আমার আবেদন হলো! কুরআন অবতীর্ণের এই মুবারক মাসে আপনারাও আপন **প্রতিপালকের** পবিত্র কালামের তিলাওয়াত করুন, তাছাড়া কুরআনে করীমের আপনার উপর যে হক রয়েছে, তা অনুধাবন করুন, এই হক অবশ্যই আদায় করুন এবং এজন্য এর অনুবাদ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর পড়ুন, যেমন; তাফসীরে সীরাতুল জিনান/ খাযাইনুল ইরফান অথবা নুরুল ইরফান অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে এই বরকতময় মাসে তাঁর বরকতময় কালাম পড়ার, বুঝার এবং সারা জীবন এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

---------->

(১) পারা ১৭, আম্বিয়া, আয়াত ১০। (২) পারা ২৬, যারিয়াত, আয়াত ১৭-১৯। (৩) পারা ২১, সিজদা, আয়াত ১৬। (৪) পারা ২৪, যুমার, আয়াত ৪৫। (৫) পারা ২৯, মুদাসসীর, আয়াত ৪২-৪৭। (৬) পারা ১০, তাওবা, আয়াত ১০২। (৭) মুখতাসার কিয়ামুল লাইল ওয়া কিয়ামে রমযান ওয়া কিতাবুল বিতর, ১ম অংশ, ৪২ পৃষ্ঠা। (৮) কুতুল কুলুব, ১/১০৪। (৯) পারা ১২, ইউসুফ, আয়াত ২। (১০) সীরাতুল জিনান, ৪/৫২২। (১১) পারা ২৩, স'দ, আয়াত ২৯। (১২) তাফসীরে কুরতুবী, ১/৪১। (১৩) সীরাতুল জিনান, ২/২৫৮।



ধারাবাহিক পর্ব: হাদীসে পাক ও এর ব্যাখ্যা

অস্থিরতার সফল চিকিৎসা

হোসাইন নূর উদ্দীন আত্তারী মাদানী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اُنْظُرُوا إِلٰى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ" অর্থাৎ (দুনিয়াবী ব্যাপারে) তুমি নিজের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের (লোকদের) প্রতি দেখো, নিজের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের (লোকদের) প্রতি দেখোনা, এই আমলটি এই কারণেই যেন তুমি **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের অবমূল্যায়ন না করো।

(মুসলিম, ১২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৩০)

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি ধরণের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের দেখতে নিষেধ করেছেন? আর কি ধরণের নিম্ন মর্যাদার লোকের দিকে তাকাতে ইরশাদ করেছেন? এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন:

এই হাদীস হলো সমস্ত কল্যাণময় কাজের সমষ্টি, কেননা যখন বান্দা দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে দেখে তখন তার মন চাই যে, সেও যেনো অমুক বান্দার মতো হয় এবং নিজের নিকট যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা নগন্য মনে হয় এবং আরো বেশির অন্বেষণে লেগে যায় (আর এভাবে উদাসীন হয়ে যায়) অধিকাংশ লোকের অবস্থা এমনই। আর যখন বান্দা তার চেয়ে কম ধন-সম্পদের অধিকারীদের দেখে তখন সে বুঝতে পারে যে, আমার প্রতি তো **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, তখন সে এই নেয়ামতের জন্য **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে।

(শরহে মুসলিম লিন নববী, ১৮/৯৭)

আর এর বিপরীতে যদি সেই ব্যক্তি নেকীর দিক দিয়ে নিজের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে দেখে তখন তার মতো হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে ও নিজের নেকী কম মনে হবে এবং সে বেশি নেকী করার চেষ্টা করবে। আর যদি নিজের চেয়ে কম নেকী সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখে তবে এখন তার নিজের আমল উত্তম মনে হবে আর সে দাম্ভিকতার শিকার হওয়ার পাশাপাশি অলসতা ও অবহেলা প্রদর্শন করতে থাকবে। (আকমালুল মুয়াল্লিম, ৮/৫১৫, ২৯৬৩নং হাদীসের পাদটিকা) অপর এক হাদীসে ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সম্পদ ও আকার আকৃতিতে নিজের চেয়ে উত্তম লোককে দেখবে তখন তার উচিৎ, সেই ব্যক্তির দিকে তাকানো, যার চেয়ে সে নিজে উত্তম।

(বুখারী, ৪/২৪৪, হাদীস ৬৪৯০। মুসলিম, ১২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪২৮)

ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হাফিয ইরাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে উত্তম জীবন অতিবাহিত করার অনন্য পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা যেকোন কাজে কেউ আপনাকে পেছনে ফেলে সামনে অগ্রসর হবে, নফস কখনো তা পছন্দ করবে না অতএব দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিচুদের দেখুন আর দ্বীনি ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তমদের দেখুন, যাতে দুনিয়া থেকে মন

সরে যায় এবং আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত হয়। (কাশফুল মুশকিল, ৩/৫১৩, ২০১৪নং হাদীসের পাদটিকা। তরহিত তাসরিব ফি শরহিত তাকরিব, ৮/১৪৫)

অস্থিরতার কারণ: বর্তমান সমাজে যেদিকে তাকাই অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা যায়, এর অসংখ্য কারণ রয়েছে, কিন্তু এর একটি বড় কারণ হলো, আমরা **আল্লাহ পাকের** স্মরণে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার রঙ তামাশায় মত্ত হয়ে গেছি, ব্যস দুনিয়া উপার্জনে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা (Competition) করে থাকি, নেকী অর্জনে অলসতা এবং উদাসীনতার শিকার হতে দেখা যাচ্ছে, নিজের চেয়ে বেশি সম্পদশালী ও সুন্দর মানুষকে দেখে তার প্রতি হিংসা ও তার মতো হওয়ার চেষ্টা করি এবং নিজের উপর **আল্লাহ পাকের** যেই অসংখ্য মহান নেয়ামত রয়েছে, তা ভুলে যায় আর নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দেখে কৃতজ্ঞতা আদায় করি না, এটাই কারণ যে, বর্তমানে আমাদের মন চিন্তিত এবং অন্তর অস্থির, এই পেরেশানি ও অস্থিরতা থেকে মুক্তির ও সুখী জীবন অতিবাহিত করার একটি কতইনা সুন্দর মূলনীতি এই হাদীসে পাকে বর্ণিত হলো যে, যদি বান্দা নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিকে না দেখে বরং নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান লোকের দিকে তাকায় তবে জীবন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহজ হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নিন: যদি আমরা দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দেখি তবে আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার উপর সন্তুষ্ট ও স্বস্তি লাভ করবো যে, যখন একজন লোক আমার চেয়ে দূর্বল অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে তবে আমার উপর তো **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, আমি কেন **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জীবন অতিবাহিত করতে পারবো না।

আমাদেরও আমাদের বুযুর্গদের ন্যায় দুনিয়ার কষ্টকে ভুলে **আল্লাহ পাকের** নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি ও নিরাপত্তা চাওয়া উচিৎ এবং নিজের আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তিত থাকা উচিৎ, যেমনটি শায়খ শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন কোন দুনিয়াদারকে দেখতেন তখন এই দোয়া করতেন: **হে আল্লাহ পাক!** আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি।

অভিযোগকারীকে উপদেশ: এক ফকির কোন **আল্লাহ**র অলীর ওয়াজ মাহফিলে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলো যে, আমি এতদিন ধরে মানুষের অগোচরেও কিছু খাইনি আর মানুষের সামনেও কিছু খাইনি। সেই অলী বললেন: হে **আল্লাহ**র শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছো, **আল্লাহ পাক** এত প্রবল ক্ষুধা শুধুমাত্র **তাঁর** বিশেষ আম্বিয়া ও আউলিয়াদের নসীব করেন আর (তোমাকে কোন অলী মনে হচ্ছেনা, কেননা) যদি তুমি অলী হতে তবে এভাবে **আল্লাহ**র সৃষ্টির সামনে এই বিষয়টি বর্ণনা করতে না বরং এ ব্যাপারটি মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে।

সারকথা হলো, যখন মুমিনের দ্বীন বিশুদ্ধ হয় তবে সে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির তোয়াক্কা না করেই বর্তমান ও ভবিষ্যতে সম্মুখীন হওয়া কষ্টকে সহ্য করে চলে যায়। (মিরাতুল মাফাতিহ, ৯/৯৫, ৫২৪২নং হাদীসের পাদটিকা)

এখনো পরীক্ষা আসেইনি: এক ব্যক্তিকে চাবুক মারার ও কয়েদ করার শাস্তি দেওয়া হলো, তখন সে ইমাম গাযালীকে অভিযোগ করলো। ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: কৃতজ্ঞতা আদায় করো, কেননা এখনো তো পরীক্ষাই আসেনি যে, তা এর চেয়েও কঠিন হয়ে থাকে, অতঃপর কিছুদিন পর তাকে একটি কুপে বন্দি করে দেয়া হলো, অতঃপর সে আবারো অভিযোগ করলো, তখন তিনি এই উত্তরই দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর তাকে এক ইহুদীর সাথে সংকীর্ণ, অন্ধকার এবং দূর্গন্ধময় জায়গায় রাখা হলো, সে পুনরায় ইমামকে এর অভিযোগ করলো। ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। সে আরয করলো: হুযুর, এরচেয়ে বড় আর কি পরীক্ষা হবে? তখন ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: এর চেয়ে বড় পরীক্ষা হলো যে, তোমার গলায় কুফরের শিকল পরিয়ে দেয়া হবে এবং তুমি সেটাকেই সত্য (ধর্ম) মনে করবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯/৯৫, ৫২৪২নং হাদীসের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া, আমাদেরকেও দুনিয়ার ভালবাসা থেকে বাঁচিয়ে **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা দিয়ে সমৃদ্ধ করো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করার সামর্থ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

প্রথম রমযানুল মুবারক ৪৭১ হিজরী বিলাদত দিবস পীরানে পীর, রওশন যমীর হুযুর গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রবিউল আখির ১৪৩৮-১৪৪৩ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "গাউসে পাককে হালাত" পাঠ করুন।	৩ রমযানুল মুবারক ১১ হিজরী বিলাদত দিবস খাতুনে জান্নাত, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা, বিনতে রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮-১৪৪০ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "শানে খাতুনে জান্নাত" পাঠ করুন।
১০ রমযানুল মুবারক নবুয়তের ১০ম বছর ওফাত দিবস উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮-১৪৪০ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনীন" পাঠ করুন।	১৫ রমযানুল মুবারক ৩য় হিজরী বিলাদত দিবস নাওয়াসায়ে রাসূল, রাকিবে দোশে মুস্তফা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮ হিঃ, রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিঃ এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনা" পাঠ করুন।
১৭ রমযানুল মুবারক ২য় হিজরী বদর দিবস ও শোহাদায়ে বদর দিবস ইসলাম ও কুফরের প্রথম যুদ্ধ, যাতে ১৪জন সাহাবী শাহাদতের অমীয় সূধা পান করেছেন আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮-১৪৩৯ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "সীরাতে মুস্তফা, ২০৯-২৪৫ পৃষ্ঠা" পাঠ করুন।	১৭ রমযানুল মুবারক ৫৭ বা ৫৮ হিজরী ওফাত দিবস উম্মুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা, তাহিরা, আবিদা, যাহিদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮-১৪৪০ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা" পাঠ করুন।
২১ রমযান ৪০ হিজরি শাহাদাত দিবস মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আলীয়ুল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরো বিস্তারিত জানার জন্য: হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কারামত" পাঠ করুন।	২২ রমযানুল মুবারক ১৩২৬ হিজরী ওফাত দিবস শাহানশাহে সুখন, বেরাদারে আলা হযরত, মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮-১৪৩৯ হিঃ
রমযানুল মুবারক ২য় হিজরী ওফাত দিবস হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া বিনতে রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৩৮ হিঃ এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "সীরাতে মুস্তফা, ৬৯৪-৬৯৫ পৃষ্ঠা" পাঠ করুন।	২০ রমযানুল মুবারক ৮ম হিজরী মক্কা বিজয় **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায়ে মুকাররমা বিজয় করেন এবং কাবা শরীফকে মূর্তি থেকে পবিত্র করে খানায়ে কাবার ভেতরে নামায আদায় করেন আরো বিস্তারিত জানার জন্য: মাসিক ফয়যানে মদীনা, রমযানুল মুবারক ১৪৪০ হিঃ, মে ২০২১ ইং এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "সীরাতে মুস্তফা, ৪১১-৪৫৩ পৃষ্ঠা" পাঠ করুন।
আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم	



রমযান মাস লুটতরাজের নয় বরং দান করার মাস

সৈয়দ বেহরাম হুসাইন আত্তারী মাদানী

রমযান মাসের মহত্ব ও শানঃ

আল্লাহ পাকের এই উম্মতের প্রতি অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, এর মধ্যে একটি দয়া ও অনুগ্রহ হলো: এই **দয়ালু আল্লাহ** এই উম্মতকে রমযান মাসের মতো রহমত ও বরকতময় মাস দান করেছেন। এটি ঐ মুবারক মাস, যা সকল মাসের সর্দার। (মু'জামু কবীর, ৯/২০৫, হাদীস ৯০০০) যাতে রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। (মুসলিম, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৯৬) আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, ১/৬২৬, হাদীস ১৮৯৯) জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে বন্দি করা হয়। (মুসলিম, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৯৫) এই মুবারক মাসকে পাওয়ার জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রজব মাস থেকেই এভাবে দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** আমাদের জন্য রজব ও শা'বানে বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রমযানের সাথে মিলিয়ে দাও।

(মু'জামু আওসাত, ৩/৮৫, হাদীস ৩৯৩৯। মওসুয়াতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/৩৬১)

সাহাবায়ে কিরামের প্রস্তুতিঃ

এই মুবারক মাসে অধিকহারে ইবাদত করার জন্য সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শা'বানুল মুয়াযযম থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিতেন, যেমনিভাবে হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: শা'বানের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের প্রতি খুব মনোযোগী হয়ে যেতেন, নিজের সম্পদের যাকাত বের করে নিতেন, যাতে গরীব ও মিসকীন মুসলমানরা রমযান মাসের রোযার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, শাসকরা বন্দিদের ডেকে এনে যার উপর হদ (অর্থাৎ শরয়ী শাস্তি) প্রযোজ্য তার উপর শাস্তি প্রদান করতেন, অবশিষ্টদের মধ্যে যাদেরকে উপযুক্ত মনে হয় তাদের মুক্ত করে দিতেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ঋণ আদায় করে নিতেন, অন্যদের কাছ থেকে নিজের ঋণ সংগ্রহ করে নিতেন। (এভাবে রমযানুল মুবারক মাসের পূর্বেই নিজেকে ব্যস্ততা থেকে অবসর করে নিতেন) এবং রমযান শরীফের চাঁদ দেখা যেতেই গোসল করে (অনেকে) ইতিকাফে বসে যেতেন।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, ১/৩৪১)

বর্তমান মুসলমানদের দূরাবস্থাঃ

একদিকে তো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রমযানুল মুবারক মাসের জন্য এরূপ প্রস্তুতি হতো আর অপরদিকে বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা, তা কারো কাছে গোপন নয়। পূর্বেকার মুসলমানদের ইবাদতের প্রবল আগ্রহ থাকতো! কিন্তু আফসোস! বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অধিকাংশের সম্পদ উপার্জনের প্রতিই আগ্রহ রয়েছে। পূর্বেকার মুসলমানরা বরকতময় দিনগুলোতে **আল্লাহ পাকের** অধিক ইবাদত করে **তাঁর** নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতেন আর বর্তমানকার অনেক মুসলমান বরকতময় দিনগুলো, বিশেষ করে রমযানুল মুবারকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ উপার্জনের নিত্য নতুন ব্যবস্থা অন্বেষণ করে থাকে। **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে নেকীর প্রতিদান ও সাওয়াব প্রবলভাবে বৃদ্ধি করে দেন, কিন্তু দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী লোকেরা রমযানুল মুবারক আসতেই মানুষের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী যেমন; চাল, ডাল, চিনি, তেল, ছোলা, খেঁজুর, ফল এবং সবজির দাম বৃদ্ধি করে গরীব মুসলমানদের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দেয়। অনেকসময় তো গ্রাহকের উদাসীনতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে প্রচুর দাম নেয়ার পরও নষ্ট ও খারাপ পণ্য ধরিয়ে দেয়।

রমযান মাস লুটতরাজের নয় বরং দান করার মাসঃ

মনে রাখবেন! রমযানুল মুবারক লুটতরাজের নয় বরং দান করার মাস। এই মুবারক মাসে প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব সত্তরগুণ বা এরচেয়েও বেশি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৩৭) নফলের সাওয়াব ফরযের সমান আর ফরযের সাওয়াব ৭০গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। (সহীহ ইবনে খোযাইমা, ৩/১৯১, হাদীস ১৮৮৭) যেসব লোকদের **আল্লাহ পাক** ধন সম্পদের নেয়ামত দান করেছেন, তারা অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি নিজের সম্পদের মাধ্যমেও অধিকহারে নেকীর ভান্ডার জমা করুন।

রমযান মাসে ব্যয় করার সাওয়াবঃ

এই মুবারক মাসে ব্যয় করা **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা এবং **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করার মর্যাদা রাখে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রমযান মাসে ব্যয় বৃদ্ধি করো, কেননা রমযান মাসে ব্যয় করা, **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার ন্যায়। (জামে সগীর, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭১৬) আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলতেন: ঐ মাসকে স্বাগতম! যা আমাদের পবিত্রকারী। পুরো রমযান কল্যাণই কল্যাণ, দিনের রোযা হোক বা রাতের কিয়াম (অর্থাৎ নামায) এই মাসে ব্যয় করা **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার মর্যাদা রাখে। (তাম্বিহুল গাফেলিন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

নিকটাত্মীয়দের প্রতি উপকার করার সাওয়াবঃ

নিজের সম্পদ পরিবার, নিকটাত্মীয়, গরীব এবং মিসকীনদের জন্য ব্যয় করুন, কেননা "এই মাসে সকল মুসলমানদের প্রতি বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের উপকার করা অধিক সাওয়াবের কাজ, তাই একে দুঃখ মোছন ও কল্যাণের মাস বলা হয়, এই মাসে রিযিক প্রশস্তও হয়ে থাকে, এজন্য গরীবরাও নেয়ামত খেয়ে থাকে, তাই এর নাম রিযিক প্রশস্তের মাসও।"

(তাফসীরে নাঈমী, ২য় পারা, ১৮৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/২০৮)

রোযার ইফতার করানোর ফযীলতঃ

নিজের সম্পদের মাধ্যমে রোযাদারদের ইফতার করান, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই মাস দুঃখ মোচন ও কল্যাণের এবং এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে এতে রোযাদারকে ইফতার করাবে, তবে তা তার গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ এবং তাকে আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে আর এই ইফতার করানো ব্যক্তি একই সাওয়াব পাবে, যা রোযা রাখা ব্যক্তি পাবে। রোযাদারের সাওয়াবে কোনরূপ কমতি হওয়া ব্যতীত। (সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন:) **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ঐ বস্তু পায় না, যাদ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** এই সাওয়াব তো তাকেই দিবেন, যে একটি খেঁজুর বা এক চুমুক পানি কিংবা এক চুমুক দুধ দ্বারা রোযার ইফতার করাবে এবং যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে, তাকে **আল্লাহ পাক** আমার হাউজ থেকে পান করাবেন, ফলে সে কখনোই পিপাসার্ত হবে না। একপর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সহীহ ইবনে খোযাইমা, ৩/১৯২, হাদীস ১৮৮৭) অপর এক বর্ণনায় ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হালাল খাবার বা পানি দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা রমযান মাসের সময়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) শবে কদরে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(মু'জামু কবীর, ৬/২৬১, হাদীস ৬২৬১)

মানুষের সাথে কল্যাণময় কাজ করুনঃ

রমযানুল মুবারকে মানুষের অক্ষমতার সুযোগ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণময় কাজ করুন। হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামায পড়া, যাকাত দেয়া এবং সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করার বাইয়াত হয়েছি। (বুখারী, ১/৩৫, হাদীস ৫৭) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৪১৫) কল্যাণ কামনার একটি ধরন এটাও যে, গ্রাহকের অক্ষমতার সুযোগ না নিয়ে বরং ছাড় দিয়ে সস্তা দামে পণ্য সামগ্রী দেয়া। অনুরূপভাবে কল্যাণ কামনার একটি ধরণ এটাও যে, রমযানুল মুবারকে নিজের চাকরদের কাছ থেকে কাজ কম নেয়া যাতে তারাও সহজে রোযা রাখতে পারে, হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি তার গোলাম থেকে এই মাসে কম কাজ নেয়, **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। (সহীহ ইবনে খোযাইমা, ৩/১৯২, হাদীস ১৮৮৪) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে রমযান মাসের ফয়যান দ্বারা ধন্য করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ব্যবসার আহকাম

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ব্যতীত কাপড় সেলানোর দু'টি অবস্থা

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করি। আমার এক আত্মীয় কাপড় সেলাই করানোর জন্য আসলো, তো আমার এই নিয়্যত ছিলো যে, তার কাছ থেকে টাকা নিব না এবং তিনিও টাকার কোন কথা বলেননি কিন্তু যখন তিনি কাপড় নিতে আসলেন তখন তিনি সেলাইয়ের টাকা দিলেন, এখন কি টাকা নেয়া ঠিক হবে, কেননা শুরুতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয়নি?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তরঃ সাধারণত দর্জিদের সেলাইয়ের রেট (মূল্য) প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে আর উভয়পক্ষ সেলাইয়ের রেট সম্পর্কে অবহিত থাকে, এমতাবস্থায় চুক্তি করার সময় পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করা হলে তবুও চুক্তি বিশুদ্ধ হবে আর ঐ পারিশ্রমিকই হবে, যা প্রসিদ্ধ এবং উভয়পক্ষ জানে, অতএব যদি এমন অবস্থা হয় তবে আপনি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নিতে পারবেন। তবে হ্যাঁ! যদি সেলাইয়ের রেট ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং পূর্বে থেকে জানা বা প্রসিদ্ধ না হয়, যেমন; বর্তমানে বিভিন্ন ডিজাইনের সেলাই করা হয়, তবে এর রেট পূর্বে থেকে নির্দিষ্ট থাকে না বরং উভয়পক্ষ নিজেরাই নির্ধারণ করে তবে এমতাবস্থায় চুক্তি করার সময় যদি রেট নির্ধারণ না করা হয় তবে এই চুক্তি বিশুদ্ধ ছিলো না, তা বাতিল করা এবং নতুনভাবে বিশুদ্ধ চুক্তি করা জরুরী ছিলো, আপনি যদি এই চুক্তি বাতিল না করেন বরং এই চুক্তি অব্যাহত রেখেই কাপড় সেলাই করে দেন, যার কারণে আপনারা উভয়েই গুনাহগার হবেন, এতে আপনাদের উভয়ের উপর তাওবা করা আবশ্যক। অবশ্য যেই কাজ আপনি করেছেন, এর জন্য আপনি প্রচলিত পারিশ্রমিকের অধিকারী ছিলেন অতএব যদি আপনি এতটুকুই পারিশ্রমিক নিচ্ছেন তবে তা আপনার জন্য হালাল কিন্তু প্রচলিত পারিশ্রমিক থেকে বেশি নেয়ার অধিকার আপনার নেই। প্রচলিত পারিশ্রমিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, এরূপ কাজের জন্য

সাধারণত যেই পারিশ্রমিক দেয়া হয়, ততটুকু পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

সায়্যিদী আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: চুক্তি যা জায়িয কাজের জন্য হয় তাও যদি অনির্ধারিত পারিশ্রমিকে হয় তবে অজ্ঞতার কারণে চুক্তি বাতিল এবং হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৫২৯) আরো লিখেন: ইজারায়ে ফাসেদা তথা অনির্ধারিত পারিশ্রমিক এর মধ্যেও যেহেতু উপকার সাধিত হয়েছে সুতরাং এখানে প্রচলিত পারিশ্রমিক দেওয়া ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৫৩৫)

সেম্পলের ঔষধ ক্রয়-বিক্রয় করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, ডাক্তারদের যেই ঔষধ সেম্পল হিসেবে দেয়া হয়, যদি তা ফার্মেসীতে বিক্রি করে দেয় তবে সেই ফার্মেসী থেকে সেই ঔষধ কেনা কেমন আর অনেক সময় এগুলোর উপর Not For Saleও লেখা থাকে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: উপহার (Gift) হলো একটি দানের চুক্তি আর যাকে উপহার দেয়া হলো সে এই জিনিসের মালিক হয়ে যায়। জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যদি ডাক্তারকে এই ঔষধ কোম্পানীর পক্ষ থেকে উপহার দেয়া হয় তবে তা ডাক্তারের মালিকানায়, এখন যদি চায় ডাক্তার সেই ঔষধ নিজে ব্যবহার করুক বা রোগীকে দিক কিংবা বিক্রি করে দিক, এ ব্যাপারে সে স্বাধীন।

এর উপর Not For Sale লেখা থাকার প্রশ্নের উত্তর হলো, যখন কোম্পানি ডাক্তারকে মালিক বানিয়ে দিয়েছে এবং সে নিজের জিনিস বিক্রি করছে তবে এর উপর Not For Sale লেখা থাকাতে তার বিক্রি নাজায়িয হয়ে যাবেনা।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু নৈতিকতার দিকও থাকে এবং নৈতিকতার সম্পর্ক হলো সমাজের রীতিনীতির সাথে, অতএব যদি এভাবে বিক্রি করাকে মানুষ খারাপ মনে করে, তবে এরূপ মন্দতা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

এটার সম্পূর্ণ উত্তর এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই যে, ডাক্তারকে কোম্পানির পক্ষ থেকে ঔষধ উপহার (Gift) হিসেবে দেয়া হয় আর যদি ডাক্তারের কাজ শুধু বন্টন করা হয়, কোম্পানি তাকে মালিক বানায়নি তবে ডাক্তারের এরূপ বিক্রি করা জায়িয হবে না।

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ব্যবসায় মিথ্যা বা সত্য কসম করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, ব্যবসায় মিথ্যা বা সত্য কসম করা কেমন?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: মিথ্যা কসম করা হারাম ও গুনাহ, তা ব্যবসায় করা হোক বা অন্যান্য কাজে। অবশ্য এর জন্য কোন কাফফারা আবশ্যক নয়। সায়্যিদী আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: পূর্ববর্তী বিষয়ে জেনে শুনে মিথ্যা কসম করা, এর কোন কাফফারা নেই, এর জন্য শাস্তি হলো, জাহান্নামের ফুটন্ত নদীতে ডুবানো হবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৬১১)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: জেনে শুনে মিথ্যা কসম করা অর্থাৎ যেমন; যার আসার ব্যাপারে মিথ্যা কসম করেছিলো, সে নিজেও জানে যে, সে আসেনি, তবে এরূপ কসমকে গামুস বলা হয়। গামুসের কারণে কঠিন গুনাহগার হলো, ইস্তিগফার ও তাওবা করা ফরয কিন্তু কাফফারা আবশ্যক নয়।

(বাহারে শরীয়ত, ২/২৯৯)

সত্য কসম করা গুনাহ নয় কিন্তু কথায় কথায় কসম করা পছন্দনীয় কাজ নয় বরং ব্যবসায় বেশি কসম করতে হাদীসে পাকে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এতে বরকত শেষ হয়ে যায়। হাদীসে পাকে রয়েছে: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ،أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم، يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ অনুবাদ: হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেন যে, ব্যবসায় অধিকহারে কসম করা থেকে বিরত থাকো কেননা এটি জিনিস বিক্রি করিয়ে দেয় কিন্তু বরকত শূন্য করে দেয়। (মুসলিম, ৬৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১২৬)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



মাদানী পুস্তিকা
অধ্যয়নের সাড়া
এপ্রিল ২০২২ ইং/ রমযান ১৪৪৩ হিঃ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জমাদিউল উলা এবং জমাদিউল আখির ১৪৪৩ হিজরীতে নিম্নবর্ণিত মাদানী পুস্তিকা সমূহ পড়া/ শুনার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন আর পাঠকারী/ শ্রবণকারীকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন: (১) হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"হযরত আদম** عَلَيْهِ السَّلَام **এর ব্যাপারে মনমুগ্ধকর তথ্যাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ফয়েয দ্বারা ধন্য করো আর তার প্রতি সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين (২) হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সর্বদা নেকী করা, নেকী করানো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে বাঁচানোর সৌভাগ্য দান করে বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করো। اٰمِين (৩) হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি "জ্বরের ফযীলত" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে অসুস্থ অবস্থায় অভিযোগ করা হতে বাঁচিয়ে তোমার সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করে বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين (৪) জা'নশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট নাম রাখার ব্যাপারে প্রশ্নাবলী"** পুস্তিকা পাঠকারী/ শ্রবণকারীদের এই দোয়া প্রদান করেন: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট নাম রাখার ব্যাপারে প্রশ্নাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে তাকে এবং আমাকে **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের সদকায় বিনা হিসেবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পুস্তিকা	পাঠকারী/ শ্রবণকারী ইসলামী ভাই	ইসলামী বোন	মোট সংখ্যা
হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মনমুগ্ধকর তথ্যাবলী	৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৩৮ জন	৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮১৪ জন	১৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৫২ জন
দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি	১১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৮২ জন	৭ লক্ষ ৪ হাজার ৪৪৫ জন	১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬২৭ জন
জ্বরের ফযীলত	১৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৫১ জন	১০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮১০ জন	২৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৬১ জন
আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট নাম রাখার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	১৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৩৮ জন	৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৭৮ জন	২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪১৬ জন



ধারাবাহিক পর্ব: পিতামাতার প্রতি বার্তা

শিশুদের রমযান

আসিফ জাহানযিব

রমযানুল মুবারক রহমত ও বরকতের মাস, পিতামাতার ইচ্ছা হয় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ মাসে শিশুরাও ভালভাবে অতিবাহিত করুক কিন্তু এই মাসে শিশুদের ভালো কাজে ব্যস্ত রাখা পিতামাতার জন্য একটি কঠিন বিষয় হয়ে থাকে। পিতামাতা শিশুদের কিভাবে ব্যস্ত রাখবেন আর শিশুদের নৈতিক ও জ্ঞানের সক্ষমতাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে কয়েকটি উপকারী পরামর্শ আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি:

(১) শিশুদেরও ব্যস্ত রাখুন: ঘরের মহিলারা সেহেরী ও ইফতারী তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে থাকে আর শিশুদের সামলানো তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়, এ ব্যাপারে যদি মহিলারা সামান্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে শিশুদেরও নিজেদের সাথে শরীক করিয়ে নেয়, ইফতারী তৈরীতে যেই কাজ শিশুরা সহজেই করতে পারে তা তাদেরকে দিয়ে করান, এতে শিশুরা খুশি খুশি কাজও করবে আর দুষ্টামী করা থেকেও বিরত থাকবে, ঘরের কাজে সহযোগিতার অভ্যাসও হবে।

(২) শিশুদের দায়িত্ব দিন: ইফতারের সময় শিশুরা খুবই উৎসুক হয়ে থাকে, তাদের এই উৎসাহকে সঠিক কাজে লাগানোর একটি সহজ সমাধান হলো, ইফতারের সময় শিশুদের দায়িত্বে ছোট ছোট কাজ দিয়ে দেয়া। যেমন; এক শিশু পানি পান করাবে, অপরজন শরবত পরিবেশন করবে ইত্যাদি, এভাবে তাদের মাঝে দায়িত্ববোধও সৃষ্টি হবে এবং অন্যদের খেদমত করার প্রেরণাও বৃদ্ধি পাবে।

(৩) তারাবীর পর কিছুক্ষণ সময় শিশুদের দিন: রমযানে কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের তাফসীর পাঠের আসর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় আর শিশুদেরও আশ্চর্য ও অনন্য ঘটনাবলী শুনার ব্যাপক আগ্রহ হয়ে থাকে। এই সুযোগে প্রতিদিন তারাবীর পর কিছু সময় শিশুদের দিন ও তাদেরকে কুরআনের ঘটনাবলী ও কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার নিদর্শনাবলী ইত্যাদি শুনান, এতে তাদের আকর্ষণও অব্যাহত থাকবে আর তাদের ইসলামী জ্ঞানও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(৪) শিশুদের দিয়ে তিলাওয়াত করান: রমযানে কুরআন পড়া ও পড়ানোর আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই মাসে বিশেষভাবে শিশুদের দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করান। এই ব্যাপারে একটি কাজ এটাও হতে পারে যে, যদি আপনি শিশুদের কুরআনি ঘটনাবলী শুনানোর ব্যবস্থা করছেন বা শিশুরা নিজে থেকেই কোন কুরআনি ঘটনার ব্যাপারে আপনাকে বলে তবে তাদের কাছ থেকে কুরআনের সেই আয়াতের অনুবাদসহ তিলাওয়াতও করান, যাতে তারা জেনে যায় যে, এই ঘটনা কুরআনে পাকের কোন পারায় বিদ্যমান রয়েছে, এতে তাদের কুরআনি জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে।

(৫) টেকনোলজির ইতিবাচক ব্যবহার: বর্তমানে শিশুদের মোবাইল ও টিভি থেকে দূরে রাখা প্রায় অসম্ভব, তাই যদি আপনার শিশুরাও মোবাইল ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয় তবে এই মাসে তাদের ইসলামী এপ্লিকেশন (যেমন; কলেমা এ্যন্ড দোয়া, জেহেনী আজমাইশ) ডাউনলোড করে দিন। এতেও শিশুদের ব্যস্ততা ঠিক থাকবে আর তাদের জ্ঞানের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।



মানসিক রোগ
Personality disorders

একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব তার পরিচয় বহন করে। পোশাক, কথাবার্তার ধরণ, আবেগের বহিঃপ্রকাশ, সঠিক ও ভুলের উপলব্ধি এবং সামাজিক মূল্যবোধ এমন অপরিহার্য উপাদান, যা কোন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এমনিতে তো আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে, এমনকি দু'জন জমজের (Identical twins) স্বভাবও এক রকম হয়না। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকের ব্যক্তিত্ব এমন কঠিন হয়ে থাকে যে, তাদের সাথে চলা এবং জীবনধারণ করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে থাকে।

এরূপ লোক নিজের জীবনকে তো স্বাদহীন করে তোলেই পাশাপাশি অন্যদের খুশিকেও নষ্ট করে দেয়। এই বিষয়ে ব্যক্তিত্বের হিসেবে ঐ ধরণগুলো চিহ্নিত করা হবে, যাকে ইংরেজী ভাষায় Personality disorder নাম দেয়া হয়। বাংলায় আপনারা একে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতাও বলতে পারেন।

এটা জানা জরুরী যে, Personality disorder মানসিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্ববহ, কেননা এটা মানুষের ঐসকল অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করে, যা তার সত্তার পরিপূর্ণ একটি অংশ হয়ে গেছে আর এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিফলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ঘরে ও ঘরের বাইরে সবাই তার প্রতি বিরক্ত হয়ে থাকে এবং সবাই তার থেকে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করে।

আসুন, এবার জেনে নিই যে, Personality disorder এর ঐ ধরণগুলো সম্পর্কে, যেগুলো মনরোগ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে স্তরবিন্যাস করছেন।

Paranoid Personality disorder

প্যারানাইড পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

★ সামান্য ব্যাপারেও অনেক বেশি সংবেদনশীল হওয়া ★ অপরের ভুল ক্ষমা না করা এবং তা মনে গেঁথে রাখা ★ খুবই সন্দেহপ্রবণ স্বভাবের এবং পরিস্থিতি ও ঘটনাকে পেঁচিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেনো তাকে অপমান করা হয়েছে ★ আক্রমনাত্মকভাবে নিজের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া ★ জীবনসঙ্গীকে অপবাদ দেয়া ★ নিজেকে সবচেয়ে বেশি জরুরী মনে করা ★ পরিস্থিতি ও ঘটনার অযৌক্তিক স্বীকৃতিতে ব্যস্ততা।

Schizoid Personality disorder

শী'যয়েড পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ কোনভাবেই আনন্দদায়ক কার্যকলাপ (Activity) উপভোগ্য হয়না ✯ আনন্দ ও শোকে আবেগের প্রকাশ খুবই কম হয়ে থাকে ✯ অন্যদের সাথে নম্র, মায়া ও মমতা বা রাগ প্রকাশ করার খুবই সীমিত সক্ষমতা ✯ প্রশংসা বা সমালোচনায় কণা পরিমাণও পার্থক্য না করা ✯ বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি কোন প্রবণতা না থাকা ✯ একাকীত্বকে প্রাধান্য দেয়া ✯ নিজের ভাবনায় মত্ত থাকা ✯ বন্ধুত্ব বা কারো প্রতি বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে না পরা।

Dissocial Personality disorder

ডিসসোশ্যাল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ অপরের আবেগ ও অনুভুতির প্রতি চরম অসাড়তা ✯ চরম দায়িত্বহীনতা ও সামাজিক নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করা ✯ দীর্ঘ সময় আত্মীয়তা রক্ষা করতে না পারা ✯ অসহিষ্ণুতা, রাগী এবং ঝগড়াটে ✯ না ভুলের অনুভুতি আর না ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ✯ নিজের ভুলের উকিল আর অপরের ভুলের জজ।

Emotionally unstable Personality disorder

ইমোশনালী আনস্ট্যাবল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ✯ পরিণতির চিন্তা করা ব্যতীত কিছু না ভেবেই কোন কাজ করে নেয়া ✯ এরূপ কাজে যদি কেউ বাধা দেয় বা এতে আপত্তি জানায় তবে সাথে সাথেই নারাজ হয়ে যাওয়া ✯ পছন্দ অনুযায়ী কাজ না হলে অপরের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা ✯ ভবিষ্যতের ব্যাপারে পরিকল্পনার অভাব ✯ নিজের সত্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানা ✯ গভীর কিন্তু অস্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপন করা, যার ফলে মানসিক সংকটের ঘূর্ণিতে ফেঁসে যায়। অতঃপর এই সর্ম্পককে যখন অন্যরা শেষ করতে চায় তখন আত্মহত্যার ধমকি দেয়া বা আত্মহনন করা।

Histrionic Personality disorder

হিসট্রিওনিক পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ নিজের আবেগকে বাড়িয়ে এবং সিনেমাটিক ভাবে উপস্থাপন করা ✯ অন্যের থেকে বা পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী থেকে অতিদ্রুত প্রভাব গ্রহন করা ✯ অপরের কথায় খুব দ্রুত মন খারাপ করে নেয়া ✯ যেখানে সে নিজেই মনযোগের কেন্দ্র হয়, এরূপ সুযোগ বারবার অন্বেষণ করা ✯ অন্যদের থেকে ক্রমাগত প্রশংসা আশা করা ✯ সেজেগুঁজে থাকা অতঃপর কথাবার্তার এরূপ ধরন অবলম্বন করা, যাতে মন আকৃষ্ট হয়ে যায় ✯ সাজসজ্জায় মাত্রাতিরিক্ত মনযোগ ✯ নিজের প্রয়োজনিয়তা পূরণ করার জন্য অন্যদের বোঝাতে থাকা।

Anankastic Personality disorder

এনানকাস্টিক পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ অনেক বেশি সন্দেহপ্রবণ স্বভাবের ✯ সাধারণ বিষয়েও সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া ✯ সকল কাজে এমন গভীরে চলে যাওয়া যে, অন্যরা মনে করে যে অনেক বড় কাজ করছে ✯ নিয়ম ও তালিকা বানানো, স্তর বিন্যাস করা, পরিপাটি করা, এই বিষয়গুলোতে মাত্রাতিরিক্ত করা ✯ সকল কাজ Perfect পদ্ধতিতে করার এমন অনুসন্ধান করা যে, সেই কাজই পূর্ণ করা কঠিন হয়ে যায় ✯ নিজের লক্ষ্যকে পূরণ করতে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যাওয়া যে, অবশিষ্ট কিছুরই পরওয়া থাকে না ✯ মাত্রাতিরিক্ত জেদী এবং নমণীয়তা থেকে বঞ্চিত ✯ অপরকে বাধ্য করা যে, সে যেনো তারই জানানো বিশেষ পদ্ধতির উপর আমল করে।

Anxious avoidant Personality disorder

এংশাস এভয়ডেন্ট পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ ক্রমাগত ভীতি এবং অজানা ভয়ে লিপ্ত থাকা ✯ নিজেকে অনুপযুক্ত, অস্বাভাবিক ঘোষণা করা

এবং হীনমন্যতায় লিপ্ত থাকা ✯ অন্যদের সামনে নিজের অসম্মান বা সমালোচনার ভয়ে থাকা ✯ অপরের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাত না করা যতক্ষণ সে নিশ্চিত হয়ে যাবে না যে, তাকে পছন্দ করা হবে ✯ এমন পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকা, যেখানে মানুষের সাথে কথাবার্তা হয়, কেননা তার এই ভয় হয় যে, অন্যরা তার সাথে ঐক্যমত হবে না আর তাকে তিরস্কার করা হবে।

Dependent Personality disorder

ডিপেন্ডেন্ট পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে নিম্নবর্ণিত উপসর্গগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে:

✯ নিজের জীবনের সকল সিদ্ধান্তের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা ✯ যার উপর নির্ভর করছে, তার অধিনস্থ থাকা এবং তার প্রয়োজনীয়তাকে নিজের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রাধান্য দেয়া ✯ যার উপর নির্ভর করে, তাকে নিজের জায়িয প্রয়োজনীয়তার আবেদন করতেও ইতস্তত করা ✯ যখন একা হয় তখন অস্থির এবং অসহায় অনুভব করা ✯ এরূপ মানসিকতা বানিয়ে নেয়া যে, সে নিজের দেখাশুনা নিজে করতে পারবে না ✯ এই ভয়ে থাকা যে, যার উপর নির্ভর করছে যদি সে তাকে ছেড়ে চলে যায় তবে তার কি হবে ✯ দৈনন্দিন সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও মাত্রাতিরিক্ত অপরের সাথে পরামর্শ ও নিশ্চয়তা গ্রহণ করা।

হয়তো আপনাদের মধ্যেও এই Personality disorders এর কিছু উপসর্গ বিদ্যমান রয়েছে। কয়েকটি উপসর্গ তো সম্ভবত সকলের মাঝেই বিদ্যমান থাকে, এটা তো নরমাল। কিন্তু যদি কোন এক ধরনের Personality disorders এর অধিকাংশ উপসর্গ আপনার মাঝে বিদ্যমান থাকে এবং এর পাশাপাশি আপনার জীবন সমস্যায় জর্জরিত হয়, তবে এরূপ পরিস্থিতিতে মনরোগ বিশেষজ্ঞের সরনাপন্ন হওয়া আপনার জন্য উপকারী হবে।

এই প্রবন্ধটি পড়ার পর হয়তো আপনারা ভাবনায় পরে যাবেন যে, অমুক তো এই Personality disorders এর শিকার এবং অমুক এই Personality disorders এর। তবে মনে রাখবেন, যদি আপনি অভিজ্ঞ মনরোগ চিকিৎসক না হন তবে শুধু অপরের নয় বরং আপনি নিজেরও Personality disorders এর শনাক্ত করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, যদি আপনি মনে করেন যে, অমুক আসলেই Personality disorders সমস্যায় জর্জরিত তবে তাকে আপনি এই মাসিক ফয়যানে মদীনা উপহার দিন, যাতে সেও এই প্রবন্ধটি পাঠ করে নেয়।

এমনিতে তো Personality disorders এর কোন ঔষধ নেই কিন্তু সাইকো থেরাপীর মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে উপকার সাধিত হয়।



১২টি পরামর্শ

নাভিদ কামান মাদানী

রমযানুল মুবারকের আগমন সন্নিকটে, এর বরকত, রহমত এবং মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো! এর প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে ভরপুর। রমযানুল মুবারক **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এই উম্মতের জন্য একটি মহান নেয়ামত ও বিশেষ উপহার, সেহেরী ও ইফতারের মুবারক মূহূর্তের স্মৃতি, তারাবীহ ও নামাযে মসজিদের ভিড় আশিকানে রমযানকে সারা বছর আকৃষ্ট করে ও কাঁদায়।

এই মুবারক মাস হলো ক্ষমার মৌসুম এবং দয়া ও দানের অবিরাম বর্ষণ, প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্যবান হলো সেই, যে এর মূহূর্তগুলো এবং বিভিন্ন সময়ে ইবাদত, তিলাওয়াত এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট কান্নাকাটি ও অশ্রু বর্ষণে অতিবাহিত করে, এর গুরুত্ব ও মূল্য এবং রাত ও দিনকে গণিমত মনে করে নিজের আসল মালিকের সন্তুষ্টি ও খুশিতে সচেষ্ট থাকে, আর দূর্ভাগা হলো সেই, যে এর সম্মান ও আদব করা থেকে বিচ্যুত হয়ে এর গুরুত্ব প্রদান করে না, উদাসীন থাকে, ক্ষমা ও মাগফিরাতের দানসমূহের অংশীদার হয়না। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: ঐ ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক! যার নিকট রমযান এলো অতঃপর তার ক্ষমা প্রাপ্তির পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো। (তিরমিযী, ৫/৩২০, হাদীস ৩৫৫৬) যেভাবেই সম্ভব হয় এই মুবারক মাসকে নেকীতে অতিবাহিত করা উচিৎ, কে জানে হয়তো এই রমযান আমাদের জীবনের শেষ রমযান আর আগামী বছর আমরা জীবিতই থাকব না।

রমযানুল মুবারক নেকী ও ইবাদতে কিভাবে অতিবাহিত করবে? এ ব্যাপারে ১২টি পরামর্শ আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি:

(১) ফজর, যোহর, আসর এবং মাগরিবের নামাযের পর কমপক্ষে কুরআনে করীমের এক পারার চতুর্থাংশ পড়ার অভ্যাস করুন, এভাবে প্রতিদিন এক পারা হয়ে যাবে আর ত্রিশদিনে এক খতম কুরআনে পাক পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

(২) তারাবীহ প্রতিদিন পুরোটাই পড়ুন, এভাবে তারাবীতেও খতমে কুরআনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে।

(৩) প্রতিদিন সেহেরীর সময় দ্রুত উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন, রমযানুল মুবারকে এই সৌভাগ্য অর্জন করা খুবই সহজ।

(৪) নামাযের জন্য আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময়ের অনুমান করুন এবং যতটুকু সময় পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী আসতে যেতে ৫০, ১০০ বা এর চেয়েও বেশি দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস করুন, এভাবে ৩০০ বারের বেশি দরূদে পাক পাঠ করার সুযোগ হয়ে যাবে।

(৫) সম্ভব হলে তবে পুরো মাসের ইতিকাফ করুন, অন্যথায় কমপক্ষে শেষ দশদিনের ইতিকাফ অবশ্যই করুন, যাতে রমযানের রাত বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাতে রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা সহজেই হয়ে যায়।

(৬) কাজকর্ম এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলী থেকে অবসর হয়ে অধিকহারে অধ্যয়ন করুন এবং ইলমে দ্বীন শিখুন, নামায ও রোযা, যাকাত, সদকায়ে ফিতরের জরুরী মাসআলা শিখার জন্য কোন বিশুদ্ধ আকীদার সুন্নী আলিম সাহেবের নিকট গমন করুন অথবা মাদানী চ্যানেল দেখে ইলমে দ্বীন শিখতে থাকুন।

(৭) ইফতারের সময় দোয়া করা থেকে কখনোই উদাসীন হবেন না, **ইবনে মাজাহ শরীফে**র বর্ণনায় রয়েছে যে, নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন এক দোয়া থাকে, যা রদ (বাতিল) করা হয় না। **(ইবনে মাজাহ, ২/৩৫০, হাদীস ১৭৫৩)**

(৮) দৈনিক ভিত্তিতে কিছু না কিছু সদকা ও খয়রাতও করতে থাকুন, কেননা সদকা বালা মুসিবতকে দূর করে দেয়।

(৯) মোবাইল ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার পরিহার করুন বরং প্রয়োজনীয় ব্যবহারও কমিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন, অতএব মোবাইলকে শুধু কল করা পর্যন্তই ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজন হলে তবে কল করুন অন্যথায় রেখে দিন, অনুরূপভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার থেকেও যথাসম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।

(১০) ইয়াতিম, গরীব এবং মিসকিনদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করুন, সম্ভব হলে ঈদের পূর্বে ঈদের প্রস্তুতি নেয়ার সময় তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও খেয়াল রাখুন।

(১১) পিতামাতা, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে এমনিতেও সদাচরণ করা উচিৎ, কিন্তু রমযানে এই ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক থাকুন এবং নেকী অর্জন করুন।

(১২) অধিকহারে নেকী করা এবং ইবাদতের সময় বের করার জন্য নিজের একটি রুটিন তৈরী করুন এবং সেই অনুযায়ী আমল করুন যে, এই সময়ে ঘুমাবো, এই সময়ে উঠবো, এই সময় অমুক নেক ও জায়িয কাজে ব্যয় করবো। তাছাড়া সেহেরী ও ইফতারে পানাহারের ব্যাপারেও খেয়াল রাখুন, এত কম খাবেন না যে, শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, এতোবেশি খাবেন না যে, পেট খারাপ হয়ে যায় আর এমন জিনিস খাবেন না, যাতে সর্দি কাশির ন্যায় সাধারণ সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন এবং আমাদেরকে রমযানের গুরুত্ব অনুধাবন করার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাদের বিভিন্ন দূর্বলতা

নিরুৎসাহিত করন

মাওলানা আবু রজব মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী মাদানী
ইসলামিক স্কলার, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের সদস্য (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার)

আমাকে এক স্টুডেন্ট খুবই উদাসীভাবে জানালো যে, চার বছর পূর্বে আমাদের জামেয়ায় কিরাত প্রতিযোগিতা (Competition) হচ্ছিলো, যখন সিলেকশনের পর্যায় এলো তখন আমিও অন্তর্ভূক্ত হলাম কিন্তু আমার কিরাত শুনার পর সিলেক্টর নিরুৎসাহিত করণ কমেন্টে বললো: তুমি তারতীল (অর্থাৎ থেমে থেমে পড়া) সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতায় সর্ব সময়ের জন্য আনফিট এবং আমাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ করে দিলেন, এই কমেন্ট (Comment) এমন কিছু নেতিবাচক প্রভাব (Negative Impact) ফেললো যে, সেইদিন আর আজকের দিন আমার মন ও মননে এই বিষয়টি গেঁথে রয়েছে যে, আমি শুধুমাত্র হাদর (অর্থাৎ দ্রুতগতিতে) সহকারেই তিলাওয়াত করতে পারবো, তারতীল সহকারে করা বা এরূপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা আমার কাজ নয়, হয়তো ভবিষ্যতেও এই অবস্থা থেকে বের হতে পারবো না।

ক্বারী সাহেবগণ! আমাদের স্যোশাল লাইফে গুণাবলীর (Goodness) পাশাপাশি অসংখ্য দূর্বলতাও (Weaknesses) বিদ্যমান রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো নিরুৎসাহিত করণ (Discouragement)। মনে রাখবেন! আমাদের উৎসাহ কাউকে পাহাড়ে উঠে যাওয়ার প্রেরণাও দিতে পারে আর একটি নিরুৎসাহ কাউকে খাদে নিক্ষেপ করে দিতে পারে। কারো জীবন সজ্জিত করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় আর বিগড়ে দেয়া খুবই সহজ, শুধু তার সাহস ভঙ্গ করার দেরি, একেই নিরুৎসাহিতকরণ বলা হয়।

নিরুৎসাহিত করনের ক্ষতি: উৎসাহ প্রদান করাতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (Positive Approach) প্রকাশ পায় আর নিরুৎসাহিত করণে আচার আচরণে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (Negative Approach) সৃষ্টি হয়, যার কারণে সামাজিক ও মানসিক অসুবিধার (Disadvantages) সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন; হতাশা, হীনমন্যতা, বিষন্নতা, মানসিক বিভ্রান্তি, কাপুরুষতা, বিফলতার ভয় ছড়িয়ে পড়ে। ঘর, অফিস, প্রতিষ্ঠান ও ক্লাসরুমের পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়। আপনি যাকে নিরুৎসাহিত করছেন সে ভবিষ্যতে আপনার কাছে আসতে দ্বিধাবোধ করবে এবং আপনার কাছে নিজের সমস্যা শেয়ার করা ছেড়ে দিবে।



আমরা কোন ধরনের? এই দুনিয়ায় উভয় ধরনের লোক রয়েছে: (১) উৎসাহ প্রদানকারী আর (২) নিরুৎসাহিতকারী! আমরা নিজেরা ভাবি যে, আমরা কোন ধরনের? হয়তো আপনারা বলবেন যে, আমরা তো কখনো কাউকে নিরুৎসাহিত করিনি, তবে আবেদন হলো যে, একথা বলে কারো উৎসাহ ভঙ্গ করা হয়না যে, আমি তোমাকে নিরুৎসাহিত করছি বরং আমাদের চুপ থাকার স্থানে বলা, বলার সুযোগে না বলা, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, উপযুক্ত রিপ্লাই না দেয়া ইত্যাদি দ্বারাও কাউকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। অতঃপর নিরুৎসাহিত করণ শুধু শত্রুতার ভিত্তিতে হয়না বরং কাউকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়েও তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে কিন্তু আমরা তা বুঝতে ও অনুভব করতে পারি না।

নিরুৎসাহিতকরণ কিভাবে হয়? আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি অবস্থা ও উদাহরণ প্রদান করছি যে, কিভাবে কিভাবে নিরুৎসাহিত করণ হতে পারে, যেমনটি

(১) ভালো পারফরম্যান্সে (কাজে) উৎসাহ না দেয়া (২) কেউ যতই ভালো চেষ্টা করুক না কেন, তার সকল কাজে খুঁত বের করা, অতঃপর নিজেকে অভিজ্ঞ সমালোচক সাব্যস্ত করা (৩) একটি ফিল্ডে ভুল করাতে প্রত্যেক ফিল্ডের জন্য মিস ফিট ঘোষণা করে দেয়া (৪) বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট (Comments) করা: তুমি পড়তে পারবে না, তোমাকে দিয়ে হবে না, এটা তোমার কাজ নয়, তুমি অকেজো, তোমার মস্তিষ্ক ছাই দ্বারা পূর্ণ (৫) কারো প্রথম ভুলের কারণে পরিপূর্ণভাবে বিফল ঘোষণা করে দেয়া, এরূপ লোকদের ভাবা উচিৎ যে, মানুষ শিশুকালে প্রথম পা ফেলার সময় দৌঁড়ানোর উপযুক্ত হয়ে যায় না বরং পড়ে যায় আবারো উঠে এবং একটি সময়ে সে দৌঁড়তে শুরু করে দেয় (৬) ক্লাসরুমে পাঠ শুনানোর সময় আটকে গেলে তাকে নিজের ভুল দূর করার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীকে পাঠ পড়তে বলে দেয়া (৭) কারো অজুহাত (Excuse) গ্রহণ না করা বরং বাহানা বলে সাব্যস্ত করা (৮) অন্যদের সামনে নিজের সন্তানের শুধু দোষত্রুটিই বর্ণনা করা (৯) কাউকে অন্যের সাথে অপ্রয়োজনে তুলনা (Compare) করে নিরুৎসাহিত করা যে, দেখো! সে কত সফলতা অর্জন করছে আর তুমি হলে অকর্মা! (১০) একই ধরনের কাজ দেখানো দু'জন লোকের মধ্যে শুধু একজনেরই প্রশংসা করা (১১) পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষার্থীকে বলা যে, আরো করো অহেতুক কাজে সময় নষ্ট, এটা তো হওয়ারই ছিলো! (১২) বিপদগ্রস্থের মনতুষ্টি করার পরিবর্তে তাকেই এর জন্য দায়ী করা শুরু করে দেয়া, যেমন; কেউ জ্বর সম্পর্কে বললো তো সাথেসাথেই কমেন্ট করা যে, আরো খাও আইসক্রিম! কেউ বাইক চুরি হওয়া সম্পর্কে বললো, তখন বলা: ডবল লক লাগাওনি কেন, দোষ তোমার নিজের! (১৩) প্রতিটি ভুলে পুরোনো ভুলের তালিকা শুনিয়ে দেয়া (১৪) কারো বিফলতায় নিজের সফলতার কাহিনী শুনিয়ে বিদ্রুপ করা (১৫) কারো ভালো কৃতিত্ব মনোযোগ দিয়ে না শুনা এবং না এর ইতিবাচক কমেন্ট করা (১৬) সহানুভুতি, মঙ্গল কামনা এবং সাহায্যকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় না করা (১৭) কারো মুখের উপর তার বিভাগকে গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করা (১৮) তার উপস্থিতিতে কাজটিকে বেকার বলা (১৯) কারো যোগ্যতা স্বীকার না করা (২০) কারো সফলতায় খুশি হওয়ার পরিবর্তে তাচ্ছিল্য দেখানো (২১) সন্তানকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে ভয় দেখানো (২২) কারো গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝে ফোনে বা অন্য কারো সাথে গুরুত্বহীন কথায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া (২৩) পরামর্শ দেয়াতে ঠাট্টা করা (২৪) গুরুত্বপূর্ণ অডিও বার্তার (Voice Message) রিপ্লাই না দেয়া ইত্যাদি। এরূপ বিভিন্নভাবে আচরণ যা স্বয়ং আমাদের মাঝে বা আমাদের আশেপাশে পাওয়া যায়। আসুন! আমি আপনাদের নিরুৎসাহিত করণের অপকার সম্বলিত সত্য একটি ঘটনা নিজের ভাষায় শুনাচ্ছি:

নিরুৎসাহিতকরণের অনুশোচনা: কোন এক জায়গার এক যুবক নিজের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত করার জন্য ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা শুরু করলো, নিয়মিত নামায পড়তে লাগলো, তার চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়ি শরীফ সাজাতে লাগলো, মাথায় পাগড়ী শরীফ দেখা যাচ্ছিলো, কুরআনে পাক পাঠ করা শিখতে লাগলো। সে একটি মর্ডান এবং ধনী পরিবারের সন্তান ছিলো, পরিবারের লোকেরা তার চলাফেরার পরিবর্তন পছন্দ করলো না, অতএব তারা তার বিরোধীতা করতে লাগলো, বিভিন্নভাবে তাকে নিরুৎসাহিত করা হতো, তাকে পুরোনো জীবনোপায় অবলম্বন করার প্রেসার দেয়া হতো। সে মাঝে মাঝে

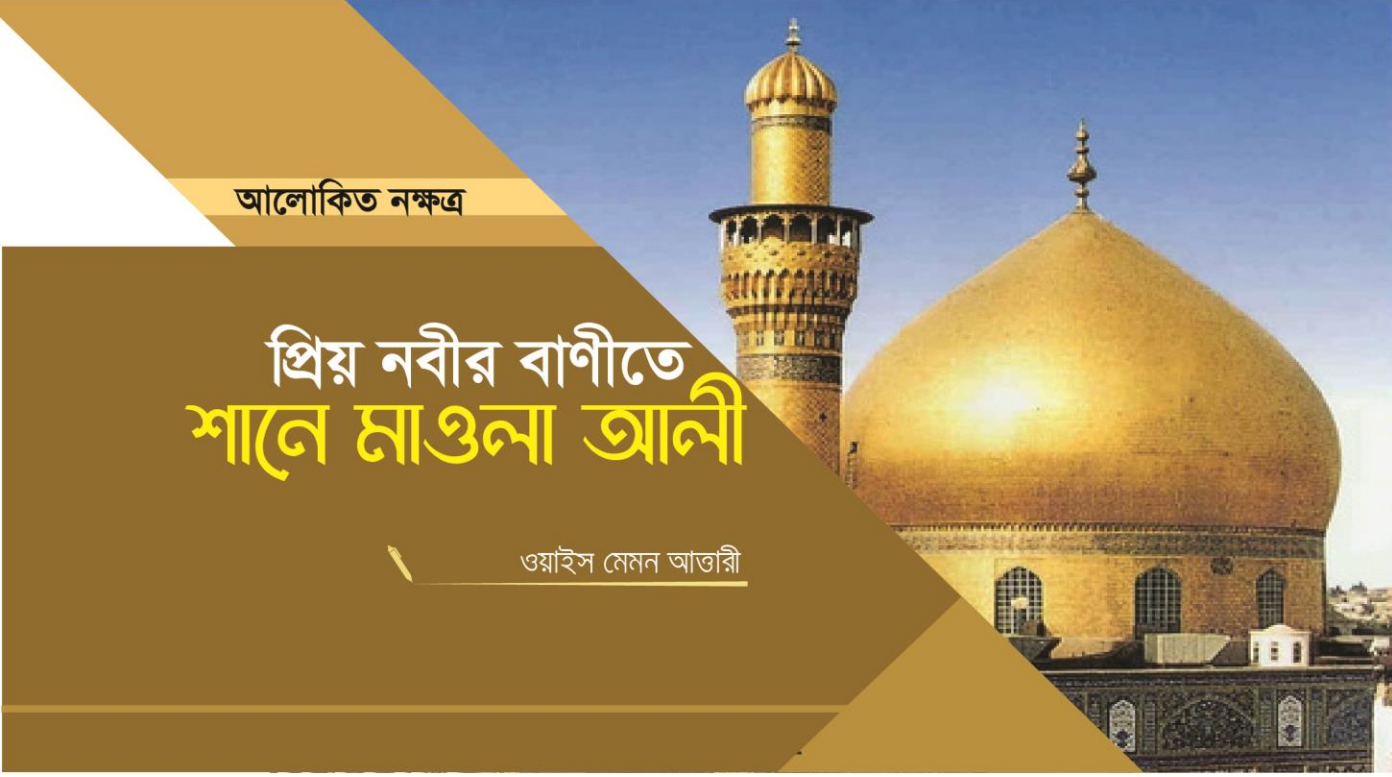
অসহায় হয়ে আবেদন করতো: আমাকে এই দ্বীনি পরিবেশ থেকে সরিয়ে দিওনা, অন্যথায় অনুশোচনা করতে হবে, কিন্তু তার কথা কেউ শুনলো না। বিরোধীতার এই ধারা প্রায় তিনবছর পর্যন্ত চলতে রইলো অবশেষে অতিষ্ট হয়ে সে পরিবারের লোকের সামনে আত্মসমর্পণ করলো এবং দ্বীনি পরিবেশ থেকে সরে গেলো, নামায থেকে দূরত্ব হয়ে গেলো, চেহারার দাঁড়ি শরীফও মুন্ডিয়ে ফেললো অতঃপর মর্ডান হয়ে গেলো। বড় ভাই যেহেতু ডাক্তার ছিলো, তাই তাকেও ডাক্তার হওয়ার জন্য একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। যেখানে সে হোস্টেলে মাফিয়াদের হাতে পড়ে গেলো এবং নেশা করতে লাগলো, বিষয়টি এমন পর্যায়ে চলে গেলো, সে অসুস্থ হয়ে গেলো। পরিবারের লোকেরা ভয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলো। পিতা তার চিকিৎসায় লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছে কিন্তু সুস্থ্য হলো না, সংশোধনও হলো না, বরং সে এখন হিরোইনের নেশা করতে লাগলো। অধিকহারে নেশা করার কারণে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো, দাঁতের শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে তাতে কালো স্তর জমে গেলো এবং তার অবস্থা পাগলের মতো হয়ে গেলো। আর অন্যদিকে তার পিতা সৌভাগ্যক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামী'র দ্বীনি পরিবেশ পেয়ে গেলো। তার এই অনুশোচনা হতে লাগলো যে, হায়! তখন যদি আমি দা'ওয়াতে ইসলামী'র গুরুত্ব অনুধাবন করতাম এবং আমি আমার ছেলেকে দা'ওয়াতে ইসলামী থেকে দূরে সরিয়ে না দিতাম হয়তো আজ আমার এই দিন দেখতে হতো না। (দেখুন: নেকীর দাওয়াত, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন: আমাদের ভাবা উচিৎ, এই পর্যন্ত আমাদের কারণে কতজন লোক নিরুৎসাহিত হয়েছে বরং অনেকের মনকষ্টও হয়েছে হয়তো, চলুন! "চোখ যখন খুলেছে" এবার তো জেগে যান আর নিজের নিরুৎসাহিত করার আচরণ পরিবর্তন করে নিন, যাদের মনে কষ্ট দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন। বিশেষকরে ঐ সকল লোকেরা যাদের অধিনে (Subordinate) কিছু না কিছু লোক থাকে, যেমন; পিতামাতা, শিক্ষক, মুর্শিদ, নিগরান, সুপারভাইজার, ম্যানেজার, বস, প্রিন্সিপাল এদের খুবই সতর্ক থাকা উচিৎ, কেননা তাদের কথা বেশি প্রভাবিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শিক্ষকদের (Teachers) উপদেশ দিয়েছেন: কোন শিক্ষার্থীকে এরূপ বলবেন না যে, "তুমি পড়তে পারবে না।" এতে সে আসলেই পড়তে পারবে না, কেননা সে ভাববে যে, যখন পাঠদানকারী শিক্ষকই এটা বলেছে তবে আমি কখনোই পড়তে পারবো না।

ভুল চিহ্নিতকরনের পদ্ধতি: নিরুৎসাহিত করা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কাউকে বুঝাবেই না বা তার ভুল চিহ্নিত করবে না, যেনো সে ভবিষ্যতে এ থেকে বাঁচতে পারে, এর পদ্ধতি এমন হতে পারে যে, প্রথমে তার কাজের সত্যিকার সৌন্দর্য্য চিহ্নিত করে উৎসাহ প্রদান করা, অতপর সুন্দর বাক্য দ্বারা দূর্বলতা ও ভুলগুলো চিহ্নিত করা, যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংশোধনের সুন্দর ধরন।

কাকে নিরুৎসাহিত করা জরুরী? যদি কেউ খারাপ কাজ করে তবে তাকে নিরুৎসাহিত করুন এবং সামান্য কঠোরতা সহকারে বুঝান, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে, যেমন; সন্তান কাউকে মেরেছে, গালি দিয়েছে বা স্কুলে অন্য শিশুদের কোন জিনিস চুরি করেছে তখন পিতামাতার উচিৎ, তাঁরা যেনো তাকে শাসন করে, যাতে সন্তান ভবিষ্যতে কখনোই এরূপ আচরণ না করে। যদি এখনই সন্তানের ভুলকে উপেক্ষা করে দেয় তবে ভবিষ্যতে এর চেয়েও বড় বড় ভুল করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ এমন যে, যখন শিলাখন্ড থেকে পানির ফোঁটা পড়ে তখন হাতের আঙ্গুল দিয়ে তা বন্ধ করা যায় কিন্তু যদি তা ঝর্ণা হয়ে যায় তখন হাতির বাচ্চা এর মুখে বসিয়ে দিয়েও তা বন্ধ করা যাবে না।

নিরুৎসাহিত করণের রিপ্লাই: এখন এই প্রশ্ন আসে যে, যাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে সে কি করবে? এর উত্তর দীর্ঘ, যা এর দ্বিতীয় পর্ব "নিরুৎসাহিত করণের উত্তর" এর মধ্যে উপস্থাপন করবো اِنْ شَآءَ الله। কিন্তু এর জন্য আপনাদের আগামী মাসের "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর অপেক্ষা করতে হবে।



প্রিয় নবীর বাণীতে শানে মাওলা আলী

ওয়াইস মেমন আত্তারী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জামাতা, হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর স্বামী, হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইনের পিতা, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী মুশকিল কোশা, শেরে খোদা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফযীলত অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: مَا جَاءَ لِاَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফযীলতে যতো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন সাহাবীর ফযীলতে এতো হাদীস নেই। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/৬৯, হাদীস নং: ৪৬২৮) আসুন! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর **১৯**টি অক্ষরের সাথে সম্পর্ক রেখে মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শান ও ফযীলতে **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যবান (মুখ) থেকে নির্গত হওয়া **১৯**টি বাণী পাঠ করে নিজের অন্তরকে মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ভালবাসায় উৎসর্গ করি:

(১) দুনিয়া ও আখিরাতে ভাই: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন এক সময়ে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: اَنْتَ اَخِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই। (তিরমিযী, ৫/৪০১, হাদীস ৩৭৪১)

(২) আলী আমার থেকে: اَنْتَ مِنِّي وَاَنَا مِنْكَ অর্থাৎ (হে আলী!) তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে। (বুখারী, ২/২১২, হাদীস ২৬৯৯)

(৩) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দরজা: اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/৯৬, হাদীস ৩৭৪৪)

(৪) اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি প্রজ্ঞার (হিকমতের) ঘর আর আলী হলো এর দরজা। (তিরমিযী, ৫/৪০২, হাদীস ৩৭৪৪)

(৫) সাহায্যকারী ও বন্ধু: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ আমি যার মাওলা (সাহায্যকারী বা বন্ধু) আলী তার মাওলা (সাহায্যকারী বা বন্ধু)। (তিরমিযী, ৫/৩৯৮, হাদীস ৩৭৩৩)

(৬) মদীনায় হুযুরের খলিফা: হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে মদীনা মুনাওয়ারায় নিজের খলিফা নিযুক্ত করেছেন, তখন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: আপনি কি আমাকে শিশু এবং মহিলাদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ অর্থাৎ (হে আলী!) তুমি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার জন্য এমন যেমন হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর জন্য হযরত

হারুন (عَلَيْهِ السَّلَام) ছিলেন, কিন্তু আমার পর কোন নবী আসবে না। (বুখারী, ৩/১৪৪, হাদীস ৪৪১৬)

(৭) মুসলমান আলীর প্রতি শত্রুতা রাখে না: لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ মুনাফিকরা হযরত আলীকে ভালবাসে না আর মুসলমান তাঁর প্রতি ঘৃণা পোষণ করেনা। (তিরমিযী, ৫/৪০০, হাদীস ৩৭৩৮)

(৮) মুস্তফার দোয়া: اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসবে তুমিও তাকে ভালবাসো আর যে ব্যক্তি আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে তুমিও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করো। (মুসনাদে আহমদ, ১/২৫৩, হাদীস ৯৬৪)

(৯) আলীর প্রতি ভালবাসা: مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِيْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে ব্যক্তি আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো, সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/১০২, হাদীস ৪৭০৪)

(১০) আলীকে মন্দ বলা: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে মন্দ বললো তবে (যেনো) সে আমাকেই মন্দ বললো। (মুসনাদে আহমদ, ১০/২২৮, হাদীস ২৬৮১০)

(১১) নিজের জন্য যা পছন্দ, তাই আলীর জন্য পছন্দ: يَاعَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِيْ অর্থাৎ হে আলী! আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকি আর তোমার জন্য তাই অপছন্দ করি, যা নিজের জন্য অপছন্দ করি। (তিরমিযী, ১/৩০৯, হাদীস ২৮২)

(১২) জান্নাত আকাংখী: اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اِلٰى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ অর্থাৎ জান্নাত তিনজন লোকের আকাংখী: আলীউল মুরতাদা, আম্মার বিন ইয়াসির এবং সালমান ফারেসী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ)। (তিরমিযী, ৫/৪৩৮, হাদীস ৩৮২২)

(১৩) উত্তম কে? اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার আর এই দু'জনের পিতা (আলীউল মুরতাদা) তাঁদের চেয়েও উত্তম। (ইবনে মাজাহ, ১/৮৪, হাদীস ১১৮)

(১৪) জান্নাতের দুই কিনারা বিশিষ্ট: يَاعَلِيُّ اِنَّ لَكَ كَنْزًا مِّنَ الْجَنَّةِ وَاِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا অর্থাৎ হে আলী! তোমার জন্য জান্নাতে একটি মহান ভান্ডার রয়েছে আর তুমি জান্নাতের দুই কিনারা বিশিষ্ট। (মুসনাদে আহমদ, ১/৩৩৬, হাদীস ১৩৭৩)

(১৫) আলীর চেহারা দেখা ইবাদত: اَلنَّظَرُ اِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ অর্থাৎ হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর চেহারার যিয়ারত করা ইবাদত।
(মু'জামু কবীর, ১০/৭৬, হাদীস ১০০০৬। মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/১১৮, হাদীস ৪৭৩৭)

(১৬) সবচেয়ে বড় বিচারক: اَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক হলো আলীউল মুরতাদা। (ইবনে মাজাহ, ১/১০২, হাদীস ১৫৪)

(১৭) আলী এবং কুরআন: عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ অর্থাৎ আলী কুরআনের সাথে আর কুরআন আলীর সাথে, এই দু'টি কখনোই পৃথক হবেনা, এমনকি আমার নিকট হাউজে কাওসারেও এক সাথে আসবে।
(মুস্তাদরিক লিল হাকীম, ৪/৯৩, হাদীস ৪৬৮৫। মু'জামু সগীর, ১/২৫৫)

(১৮) মাওলা আলীর বিশেষত্ব: يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُّجْنِبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرَكَ অর্থাৎ হে আলী! আমি এবং তুমি ছাড়া আর কারো জন্য জায়িয নেই যে, জানাবত তথা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় এই মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করার। (তিরমিযী, ৫/৪০৮, হাদীস ৩৭৪৮)

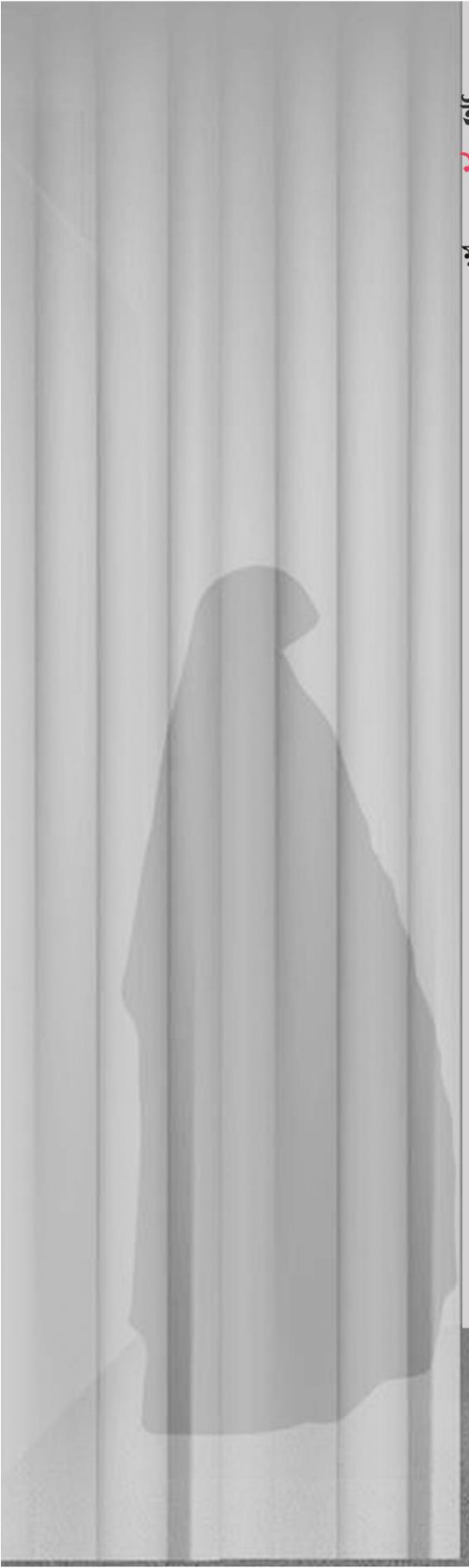
(১৯) সত্যকে আলীর দিকে ফিরিয়ে দাও: رَحِمَ اللّٰهُ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهٗ حَيْثُ دَارَ অর্থাৎ **আল্লাহ!** আলীর প্রতি দয়া করো, হে **আল্লাহ!** সত্যকে সেই দিকেই ফিরিয়ে দাও, যেদিকে আলী রয়েছে। (তিরমিযী, ৫/৩৯৮, হাদীস ৩৭৩৪)

শাহাদত: ৪০ হিজরী সনে ১৭ বা ১৯ রমযানুল মুবারক ফজরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় পথে তাঁর উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করা হলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গেলেন এবং ২১ রমযানুল মুবারক শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে নিলেন।
(তাবকাতে ইবনে সাদ, ৩/২৬-২৭। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কারামত, ১৩ পৃষ্ঠা)

বে সবব বখশিশ হো মেরী ইয়ে দোয়া ফরমায়ে
মুস্তফা কা ওয়াসতা মাওলা আলী মুশকিল কোশা

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।
اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিঃদ্রঃ- হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জীবনীর ব্যাপারে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কারামত" পাঠ করুন।



ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

এপ্রিল ২০২২ ইং

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

মসজিদে বাইতে স্বামী স্ত্রী একই বিছানায় ঘুমাতে পারবে কি না?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরামগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, এক ইসলামী বোন তার বেডরুমের একটি অংশে মসজিদে বাইতের নিয়্যত করে সেখানে দশদিন সুন্নাত ইতিকাফে বসেছে, এই নির্দেশনা দিন যে, ইতিকাফের সময় তার স্বামী এই কক্ষে তার স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাতে পারবে কি না? স্ত্রী মসজিদে বাইতে থাকা অবস্থায় স্বামীর মাথা ইত্যাদি টিপে দিতে পারবে? ইতিকাফে স্বামীর সাথে থাকার কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ইতিকাফের সময় স্ত্রীর জন্য মসজিদে বাইতে নিজের স্বামীর মাথা টিপে দেয়ার জন্য স্বামীকে স্পর্শ করা জায়িয, যদি স্ত্রীর কামভাব না হয়। অবশ্যই একই বিছানায় উভয়ে ঘুমানো থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

মনে রাখবেন, যেমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় সহবাস ও সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ হারাম, তেমনিভাবে ইতিকাফের সময় স্ত্রীর জন্য সহবাস ও সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ হারাম, সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কাজ যা সহবাসের দিকে নিয়ে যায় এবং ফুকাহায়ে কিরামের ভাষায় সহবাসের প্রারম্ভিক কাজের নিম্নবর্ণিত উদাহরণ বর্ণনা করা হয়ছে: আলিঙ্গন করা, কামভাব সহকারে চুম্বন করা, কামভাব সহকারে স্পর্শ করা, অশ্লীলভাবে অন্তরঙ্গ হওয়া ইত্যাদি।

অতএব ইতিকাফে স্বামীর সাথে থাকলে তবে দিন হোক বা রাত সর্বাবস্থায় সহবাস ও সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো জরুরী, অন্যথায় স্ত্রী হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হবে, তাছাড়া সহবাস করা অবস্থায় ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ করা অবস্থায় যদি স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে যায় তখনি ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, তবে হ্যাঁ যদি সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ করা অবস্থায় স্ত্রীর বীর্যপাত না হয় তবে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না।

আল বাহরুর রায়িকে রয়েছে: " (ويحرم الوطء ودواعيه) لقوله تعالى وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِۙ الان المباشرة تصدق على الوطء ودواعيه فيفيد تحريم كل فرد من افراد المباشرة جماع او غيره" অর্থাৎ ইতিকাফ অবস্থায় সহবাস এবং সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ হারাম, **আল্লাহ পাকের** এই বাণীর কারণে যে, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফে বসো তবে স্ত্রীদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ো না, কেননা অন্তরঙ্গ হওয়া সহবাস ও সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ উভয়ের উপর প্রভাব ফেলে অতএব আয়াত দ্বারা অন্তরঙ্গ হওয়া প্রত্যেকের জন্য হারাম হওয়ার পরামর্শ প্রদান করছে, সহবাস হোক বা না হোক। (আল বাহরুর রায়িক, ২/৫৩২)

আন নাহরুল ফায়িকে রয়েছে: " وحرم عليه ايضا (دواعيه) من المس والقبلة كما فى الحج والعمرة" অর্থাৎ ইতিকাফকারীর উপর সহবাসের প্রারম্ভিক কাজ, স্পর্শ করা, চুম্বন করাও হারাম, যেমনটি হজ্জ ও ওমরায় এই কাজগুলো হারাম। (আন নাহরুল ফায়িক, ২/৪৮)

রদ্দুল মুহতারে রয়েছে: " الزوجة معتكفة فى مسجد بيتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها" অর্থাৎ স্ত্রী তার মসজিদে বাইতে ইতিকাফে বসেছে, এতে স্বামী স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হলো তবে স্ত্রীর ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৫০৯)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "ইতিকাফকারীর সহবাস করা এবং স্ত্রীকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করা কিংবা আলিঙ্গন করা হারাম। সহবাসে সর্বাবস্থায় ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে, বীর্যপাত হোক বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, মসজিদে হোক বা মসজিদের বাইরে হোক, রাতে হোক বা দিনে হোক, সহবাস ব্যতীত অন্য কাজে যদি বীর্যপাত হয় তবে বাতিল অন্যথায় নয়, স্বপ্নদোষ হয়ে গেলো বা সহবাসের কল্পনা কিংবা দৃষ্টি প্রদান করাতে বীর্যপাত হলো তবে ইতিকাফ বাতিল হবে না।" (বাহারে শরীয়ত, ১/১০২৫)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী আকীদা ও তথ্যাবলী

মৃত ব্যক্তিদের উপকৃত করুন

[শেষ পর্ব]

আদনান চিশতী আত্তারী



বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের ছাত্ররা কবরে সবুজ ডালপালা রাখার অসিয়ত করে আর অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈনগণ এই অসিয়তকে পূরণ করে এই বিষয়টিও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কবরে সবুজ ডালপালা দেয়ার আমল **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষায়িত নয়, কেননা যদি এটা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য বিশেষায়িত হতো তবে সাহাবায়ে কিরাম কখনোই না এই অসিয়ত করতেন আর না এই অসিয়তের উপর আমল করা হতো, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর না তো কোন সাহাবী আমল করেছেন আর না এর অসিয়ত করেছেন। সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল এবং ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরামদের ফতোয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটি ঐ নেক কাজ, যার উপর উম্মত শত বছর ধরে আমল করে আসছে।

সাহাবীয়ে রাসূলের অসিয়ত: সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু বারযা আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি কবরের নিকট দিয়ে গমন করেন, যাতে মৃতের আযাব হচ্ছিলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের ডাল নিয়ে কবরে গেঁথে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ এটি সতেজ থাকবে, তার আযাব কম হতে থাকবে।

হযরত আবু বারযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অসিয়ত করেছিলেন যে, যখন আমার ইন্তিকাল হবে তখন কবরে আমার সাথে দু'টি গাছের ডাল গেঁথে দিবে। তাঁর ইন্তিকাল কিরমান ও কুমাসের মাঝখানে হয়েছিলো, তখন সাথীরা বললো: তিনি তাঁর কবরে দু'টি গাছের ডাল গাঁথার অসিয়ত করেছিলেন কিন্তু এই জায়গায় তো গাছের ডালের কোন নাম ও চিহ্ন নেই। তখন তাঁরা এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলো, এমন সময় সিজিস্থান থেকে কয়েকজন আরোহীকে আসতে দেখলো, যাঁদের নিকট সতেজ গাছের ডাল ছিলো, তাঁরা তাদের থেকে দু'টি ডাল নিলো এবং হযরত আবু বারযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে কবরে গেঁথে দিলো।[১]

কবরে দু'টি গাছের ডাল রাখবে: সিহাহ সিত্তার বর্ণনাকারী হযরত মুয়াররীক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَوْصٰى بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمِيُّ اَنْ تُوْضَعَ فِيْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَتَانِ অর্থাৎ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত বুরায়দা আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার কবরে দু'টি গাছের ডাল রাখবে।[২]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোকে লিখেন: এখানে এই বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত বুরায়দা আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে কবরে দু'টি ডাল গেঁথে দেয়ার অসিয়ত করেছেন, এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কবরের ভেতর দু'টি ডাল রাখার অসিয়ত করেছেন, কেননা খেঁজুরে বরকত রয়েছে, এই জন্যই আল্লাহ পাক একে শজরাতু তায়্যিবা তথা পবিত্র বৃক্ষ ইরশাদ করেছেন। প্রথম উক্তিটি প্রকাশ্য।[৩]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত ইমাম আজলুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোকে বলেন: নিশ্চয় হযরত বুরায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দু'টি ডাল কবরের ভেতরে রাখার অসিয়ত এই জন্যই করেছেন যে, তিনি এতে বেশি উপকৃত হওয়ার আশা করতেন। হযরত বুরায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হাদীসকে শুধু এই দু'টি কবরবাসীর জন্য বিশেষায়িত মনে করেননি, যেমনটি মূল হলো এটাই।[৪]

হযরত মুয়াররীক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত বুরায়দা আসলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খোরাসানের নিকটে ওফাত লাভ করেছেন, فَلَمْ تُوْجَدْ اِلَّا فِيْ جَوَالِقِ حِمَارٍ অর্থাৎ সেই দু'টি ডাল আমরা গাধার গদিতেই পেয়েছি। যখন হযরত বুরায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দাফন করে দেয়া হলো তখন তাঁর কবরে সেই ডাল দু'টি রেখে দেয়া হলো।[৫]

কবরের পাশে গাছ লাগানোর কারণ: খাতিমুল মুহাদ্দীসিন হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ওলামাগণ বলেন যে, যখন একটি "ডালের" কারণে তার আযাব কমে যাচ্ছে তবে মুসলমানদের কোরআন তিলাওয়াত দ্বারা (আযাব) কমার অবস্থা কিরূপ হবে। কবরের পাশে গাছ লাগানোর মূল কারণ হলো এই হাদীসে পাক।[৬]

দু'টি সতেজ ডাল: নবীর যুগ পাওয়া জলিলুল কদর তাবেয়ী বুযুর্গ ইমাম আবুল আলীয়া রুফিই বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের কবরে খেঁজুরের ডাল রাখার অসিয়ত করেছিলেন, যেমনটি হযরত আছাম আহওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَنَّ اَبَا الْعَالِيَةِ اَوْصَى مُوَرِّقاً الْعِجْلِيَّ اَنْ يَّجْعَلَ فِي قَبْرِهٖ جَرِيْدَتَيْنِ অর্থাৎ হযরত আবু আলীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত মুয়াররীক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অসীয়ত করেছেন যে, আমার কবরে দু'টি সতেজ গাছের ডাল রেখে দিবে।(৭)

হযরত ইমাম বাগভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: فَاَمَّا الْجَرِيْدُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا بَاْسَ بِهٖ অর্থাৎ কবরে গাছের ডাল রাখাতে কোন সমস্যা নাই। তিনি দলীল হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর বর্ণনা এবং হযরত বুরায়দা আসলামী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর অসিয়ত উল্লেখ করেন।(৮)

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যা কিছু আমি বর্ণনা করেছি, তা থেকে জানা গেলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে তাজা খেঁজুরের ডাল রাখা। কেননা মূলত হুযুরের কর্মের অনুসরন করা, অবশ্য বিশেষায়িতের কোন দলীল বিদ্যমান থাকলে তবে তা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ আমল বলা হবে অথচ এখানে বিশেষায়িতের কোন দলীল নেই। সুতরাং এই মাসআলায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করা উত্তম ও প্রশংসনীয় হবে।

সাধারণত কবরের মধ্যে যেই খেঁজুরের পাতা বিছানো হয়, এই হাদীসে তাদের এই আমলের দলীলও পাওয়া যায়। যখন মানুষের সাথে খেঁজুর গাছের কিছু অংশ বিদ্যমান থাকবে তবে তা অধিকহারে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করবে, যার কারণে মানুষের প্রশান্তি অর্জিত হবে বা তার আযাব কম হবে।(৯)

হযরত ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের কিছু কিছু হানাফী ঐতিহাসিক ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, কবরে যেই ফুল এবং ডালপালা রাখার রীতি রয়েছে, তা এই হাদীসের আলোকে সুন্নাত। তিনি আরো বলেন: যখন ডালের তাসবীহের বরকতে কবরের আযাব কমে যাওয়ার আশা করা যায়, তবে কোরআন তিলাওয়াতের বরকত এর চেয়ে আরো অনেক বেশি।(১০)

পূর্ববতী সংখ্যাগুলোতে উল্লেখিত সকল বর্ণনা দ্বারা কবরে সবুজ ডালপালা রাখা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমনিভাবে কবরের উপর ডাল রাখা জায়িয, তেমনিভাবে কবরের ভেতরও সতেজ ডাল রাখা যাবে। এই কারণেই যে, কবরের উপরে রাখার যেই উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য কবরের ভেতর রাখাতেও অর্জিত হচ্ছে। তাই কিছু কিছু বুযুর্গ এর অসিয়তও করেছেন, যেমন হযরত আবু বারযা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর অসিয়তও এসেছে, হযরত ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একেও জায়িয বলেছেন।

ইবনে হাজর হায়তামী মক্কীর একটি ফতোয়া: তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, কবরের উপর বা ভেতরে ফুল ইত্যাদি রাখা কেমন?

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবরের উপর ডাল রাখার আমল দ্বারা ওলামায়ে কিরাম চারাগাছ ও ফুল রাখাকে গবেষণা করেছেন এবং এর অবস্থা বর্ণনাতীত কিন্তু সহীহ হাদীসে রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি কবরে একটি করে ডাল রেখেছিলেন, ব্যস এতে সমস্ত কবর অন্তর্ভূক্ত, অতএব কবরের যেই স্থানেই ডাল রাখা হোকনা কেনো, উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। অবশ্য আব্দুল্লাহ বিন হামিদ তাঁর মুসনাদে লিখেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কবরে ডাল মৃতের মাথার দিকে রেখেছিলেন।(১১)

يُسَنُّ وَضْعُ جَرِيْدَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى الْقَبْرِ لِلِاتِّبَاعِ وَسَنَدُهٗ صَحِيْحٌ وَلِاَنَّهٗ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ تَسْبِيْحِهَا اِذْ هُوَ اَكْمَلُ مِنْ تَسْبِيْحِ الْيَابِسَةِ لِمَا فِيْ تِلْكَ مِنْ نَوْعِ حَيَاةٍ وَقِيْسَ بِهَا مَا اُعْتِيْدَ مِنْ طَرْحِ الرَّيْحَانِ وَنَحْوِهٖ

অর্থাৎ (হাদীস ইত্যাদির) অনুসরন করে কবরে সবুজ ডালপালা রাখা সুন্নাত এবং এর সনদও সহীহ। যেহেতু সতেজ ডাল শুকনো ডালের তুলনায় অধিক তাসবীহ পাঠ করে, এতে এক ধরনের জীবন থাকে এবং এর তাসবীহের বরকতে কবরের আযাব কম(ও) হয়ে থাকে। এর উপর অনুমান করে সতেজ ফুল ইত্যাদি রাখাও সুন্নাত হবে।(১২) এই ইবারতটিই বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত ইমাম আজলুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও শরহে বুখারীতে উদ্ধৃত করেছেন।(১৩)

---

(১) তারিখে ইবনেআসাকির, ৬২/১০০। তাগলীক আত তালিক আসকালানী, ২/৪৯২। (২) তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৬/৭। সিয়রু আ'লামিন নুবালা, ৪/১০২। বুখারী, ১/৪৫৮। (৩) ফতহুল বারী, ৪/১৯৩। (৪) আল ফয়যুল জারী, ৩/২২৭। (৫) তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৬/৭। মিরাতুয যামান, ৯/৪৪২। (৬) শরহুস সুদুর, ৩১৩ পৃষ্ঠা। (৭) সিয়রু আ'লামিন নুবালা, ৫/২১১। তাবকাতু ইবনে সাআদ, ৭/৮৪। (৮) শরহুস সুন্নাহ লিল বাগভী, ৩/২৭৪। (৯) ফতোয়ায়ে হাদীসিয়া, ৩৬২ পৃষ্ঠা। (১০) হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাল মারাকী, ৬২৪ পৃষ্ঠা। (১১) ফতোয়ায়ে কুবরা ফকীহিয়া, ১/৪০১। (১২) তুহফাতুল মুহতাজ ফি শরহিল মিনহাজ, ১/৪৩৪। (১৩) আল ফয়যুল জারী, ৩/২২৭।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

এপ্রিল ২০২২ ইং

(০১) তারাবীর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ছেড়ে দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করাতে নামাযের বিধান

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, তারাবীর নামাযের সময় যদি এমন হয়ে যায় যে, এক রাকাত পড়ার পর যখন দ্বিতীয় রাকাত পড়ার জন্য দাঁড়ালো তখন কিয়ামে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরিবর্তে ভূলে সেখানে কিরাত শুরু করে দিলো যেখান থেকে প্রথম রাকাতে ছেড়েছিলো, তখন কিভাবে নামায পূর্ণ করবে যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা মনে পরে যায়, আর যদি মনে না পড়ে তখন কিভাবে নামায পূর্ণ করবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় ভুলে তারাবীর দ্বিতীয় রাকাতে অন্য সূরা দ্বারা কিরাত শুরু করে দিলো এবং এক আয়াত বা আরো বেশি আয়াত পাঠ করে নেয়ার পর মনে পড়লো যে, সূরা ফাতিহা পড়েনি তবে এটাই বিধান যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিবে এবং পুনরায় অন্য সূরা মিলাবে অর্থাৎ তারাবীর প্রথম রাকাতে যতটুকু পর্যন্ত কোরআন পড়েছিলো তার পর থেকে পাঠ করবে এবং শেষে সাহু সিজদা দিবে আর যদি এক আয়াত পাঠ করার সমপরিমান সময়ের পূর্বেই মনে পড়ে যায় তবে সাথেসাথেই সূরা ফাতিহা শুরু করে দিবে অতঃপর সূরা মিলাবে অবশ্য এই অবস্থায় সাহু সিজদা দেয়া আবশ্যক হবে না এবং যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করা মনেই না থাকে, এভাবেই নামায পূর্ণ করলো আর শেষে সাহু সিজদাও করলো না তবে এই নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব, তবে হ্যাঁ, যদি শেষে সাহু সিজদা করে থাকে তবে নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে।

(দুরদে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১৮৮। আল ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১২৬। বাহারে শরীয়ত, ১/১৭১)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) ইতিকাফের সময় জানাযা পড়াতে যাওয়ার বিধান

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমি একটি মসজিদের ইমাম, আমাদের এলাকায় যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার জানাযাও আমি পড়াই, সাধারনত আমি ছাড়া আর কেউ জানাযা পড়ানোর জন্য থাকে না। এখন আমার ইচ্ছা হলো সুন্নাত ইতিকাফে বসার, কিন্তু এলাকাবাসীরা বলছে যে, যদি ইতিকাফের সময় কোন মানুষ মারা যায় তবে তার জানাযার নামায কে পড়াবে? অতএব আপনি ইতিকাফে বসবেন না, কেননা জানাযার নামাযের জন্য মসজিদের বাইরে আলাদা একটি মাঠ রয়েছে আর এই মাঠ না মূল মসজিদের আওতায় আর না ফিনায়ে মসজিদের। আমার প্রশ্ন হলো যে, ইতিকাফের সময় জানাযা পড়ানোর জন্য বাইরে যেতে পারবো কি পারবো না?

প্রশ্নকর্তা: মুহাম্মদ আরিফ সিয়ালভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ইতিকাফকারী যদি জানাযার নামাযের জন্য বের হয়ে যায় তবে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়, অন্য কেউ পড়ার বা পড়ানোর জন্য থাকুক বা না থাকুক। অতএব যদি আপনি ইতিকাফে বসে যান, তবে এলাকাবাসীর উচিৎ যে, কেউ মারা যাওয়া অবস্থায় অন্য কাউকে দিয়ে জানাযা পড়িয়ে নেয়া। যেই মসজিদে আপনি ইতিকাফে বসতে চান, যদি তাতে ফিনায়ে মসজিদ থাকে তবে সেখানেও জানাযা পড়ানো যাবে। আর আপনাকে সেখানে পর্যন্ত যাওয়ার জন্য বাইরে থেকে ঘুরে আসতে না হয়, তবে আপনি ফিনায়ে মসজিদেও জানাযার নামায পড়াতে পারবেন, কিন্তু মনে রাখবেন যে, মূল মসজিদে জানাযা জায়িয নেই।

যদি বাধ্য হয়ে আপনি জানাযার নামায পড়ানোর জন্য মসজিদের বাইরে সেই মাঠে যান, যা ফিনায়ে মসজিদও নয়, বরং মসজিদ থেকে আলাদা একটি মাঠ, তবে আপনার ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইতিকাফ ভঙ্গ হওয়া অবস্থায় এর কাযা করা আবশ্যক হবে। এর কাযার পদ্ধতি হলো যে, কোন একদিন সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফের কাযার নিয়্যতে মসজিদে চলে যাবেন, পরদিন রোযা রাখবেন এবং মাগরীবের নামাযের পর ফিরে আসবেন, আপনার ইতিকাফের কাযা হয়ে যাবে।

বাধ্য হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আপনি ছাড়া আর কেউ জানাযার নামায পড়ানোর উপযুক্ত না থাকা, এই বাধ্যকতা ব্যতীত ইতিকাফ ভঙ্গ করা জায়িয হবে না। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২১২। রদ্দুল মুহতার, ৩/৫০৫। বাহরে শরীয়ত, ১/১০২৫)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০৩) সুতার সূক্ষ্ম রুই কণ্ঠনালী দিয়ে নেমে গেলো, তবে রোযার হুকুম কি হবে?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমি একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করি, রোযার সময়ও আমাকে কাজ করতে হয়, কাজ করার সময় যখন মেশিন চলে তখন সূতোর সূক্ষ্ম রুই অধিকহারে উড়তে থাকে এবং অনেক সময় সেই সূক্ষ্ম রুই মুখ এবং নাকের মাধ্যমে কণ্ঠনালীতে চলে যায়, ফ্যাক্টরীর মালিক সম্পূর্ণ রমযান ছুটিও দিতে পারে না। এই নির্দেশনা প্রদান করুন যে, অনেক সতর্কতা অবলম্বন ও বারবার থুথু নিক্ষেপ করার পরও যদি নাক ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্ম রুই কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে চলে যায় এবং এর কিছুটা স্বাদও কণ্ঠনালীতে অনুভব হয় তবে কি এই অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে?

প্রশ্নকর্তা: মুহাম্মদ আমির

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় কাজ করার সময় সূতোর সূক্ষ্ম রুই নিজে থেকেই কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে চলে যায় তবে এই রুইয়ের কণ্ঠনালী দিয়ে যাওয়াতে রোযা ভঙ্গ হবে না, যদি রোযাদার হওয়া মনেও থাকে। তবে হ্যাঁ, কোন রোযাদার যদি সূতার এই রুই ইচ্ছাকৃত কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে অথচ তার রোযাদার হওয়া মনে আছে। আর যদি তার রোযাদার হওয়া মনে না থাকে তবে এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

তাছাড়া এই বিষয়টিও মনে রাখবেন যে, রোযার সময় ধুলাবালির স্থানে যাওয়া এবং কাজ করা শরয়ীভাবে নিষেধ নয়, অতএব সূক্ষ্ম রুই উড়ার পরও রোযা অবস্থায় সেখানে কাজ করতে যাওয়া জায়িয। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১/২০৩। মুজমাউল আনহার শরহে মুলতাকিইল আবহার, ১/৩৬১। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৫০৩)

وَاللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ধারাবাহিক পর্ব : শিশুদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উপদেশ

বিষয় : রোযা রাখা উচিৎ

প্রিয় শিশুরা!

আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী সাহেব বলেন:

> ছোট্ট ছেলে শিশু বা মেয়ে শিশু, যারা রোযা সহ্য করার সামর্থ্য রাখে এবং পিতামাতারাও রোযা রাখতে নিষেধ না করে আর কোন প্রতিবন্ধকতাও থাকে না তবে তাদের রোযা রাখা উচিৎ। শিশুকাল থেকেই রোযা রাখার অভ্যাস হলে তবে বড় হয়েও তারা রোযা রাখবে।
>
> **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৩৬ পর্ব। কাতারে দাঁড়ানো শিশুদের পেছনে টেনে আনা কেমন? ২,৩ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় শিশুরা! রমযানুল মুবারক খুবই মহত্বপূর্ণ, রহমতপূর্ণ এবং বরকতময় মাস, এই মুবারক মাসে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী রোযা রাখা উচিৎ, যদি কোন কারণে আমরা রোযা রাখতে না পারি তবে বিচক্ষণতা এটাই যে, আমরা রমযানুল মুবারকের আদব রক্ষার্থে এতে রোযাদারদের সামনে পানাহার করা থেকে বিরত থাকবো, অনেক সময় শিশুরা আম্মা আব্বা থেকে টাকা নিয়ে জিনিস ক্রয় করে থাকে অতঃপর সবার সামনে সেই জিনিস খেতে থাকে। আমাদের এরূপ একেবারেই করা উচিৎ নয়।



ধারাবাহিক পর্বঃ ছোট্ট সোনামনির ঘটনা

বিষয়ঃ লাইব্রেরীর সফর

লেখক: হায়দার আলী মাদানী

ছোট্ট সোনামনি গোসল করে ইউনিফর্ম পরিধান করে কিচেনে আসলো, তখন আম্মাজান ফ্রাইপ্যান থেকে আমলেট প্লেটে দিয়ে ছোট্ট সোনামনির সামনে রাখলেন এবং হটপট থেকে পরোটা বের করে তার সামনে রেখে বললেন: আজ আমার ছেলে যদি সম্পূর্ণ পরোটা শেষ করে তবে সে একটি সারপ্রাইজ পাবে।

ওয়াও! আগে বলুন যে, কি পাবো সারপ্রাইজে? ছোট্ট সোনামনি বললো।

আম্মাজান মুচকি হেসে বলতে লাগলো: এটা বলে দিলে তো সারপ্রাইজ কিভাবে হলো, আপনি দ্রুত পরোটা এবং আমলেট শেষ করে স্কুলে যান, ফিরে এলে আপনার সারপ্রাইজ আপনি পেয়ে যাবেন।

স্কুলে যাওয়ার সময় এবং সেখানেও সর্বদা ছোট্ট সোনামনির মন শুধু সারপ্রাইজের মাঝেই ঘুরতে থাকলো, কখনো তার মনে কিছুদিন পূর্বে বাজারে দেখা সাইকেলের কথা আসলো, যা সে আব্বুকে নেয়ার জন্য বায়না করেছিলো, এসব ভাবতে ভাবতে তার সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, ছুটির পর ঘরে ফিরে যখনই হলরুমে ঢুকে উচ্চস্বরে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم বলতে লাগলো তখন সামনে মামাকে সোফায় বসা দেখে সবকিছু ভুলে গেলো এবং দৌঁড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم মামাজান, আপনি কবে এলেন?

এমন সময় পেছনে আম্মাজান মিল্কশেক এর জগ নিয়ে এসে গেছেন এবং মুচকি হেসে বলতে লাগলেন: কেমন হলো আমার সারপ্রাইজ? এই নাও এবার বসে মিল্কশেক পান করে নাও।

আপনি আমাকে সকালে কেনো বলেননি, আমি আজ স্কুলেই যেতাম না।

এই ভয়েই হয়তো তিনি বলেননি, আম্মাজানের পরিবর্তে মামা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন।

চলো দ্রুত কাপড় পাল্টে নাও এবং ফ্রেশ হয়ে এসো, খাবার প্রস্তুত, আম্মা বললেন।

বিকালে ঘুম থেকে উঠে আসরের নামাযের পর মামাজান বলতে লাগলো: চলো ছোট্ট সোনামনি, আজ আপনাকে লাইব্রেরী দেখাবো।

ছোট্ট সোনামনি গাড়ি থেকে নেমে সামনে লাইব্রেরীর বড় ও সুন্দর ভবন দেখতে পেলো, যখন মামার হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করলো তখন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েই রইলো, চারিদিকে বই আর বই, মামাজান বই নেয়ার পূর্বে ছোট্ট সোনামনিকে প্রতিটি সেকশন ঘুরে দেখালো, কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, নবীর জীবনী, ইতিহাস ইত্যাদি প্রতিটি সেকশনে অসংখ্য বই ছিলো, একটি বড় হলরুমে চেয়ার এবং টেবিল রাখা ছিলো, যাতে বড় বড় ছেলেরা ও আঙ্কেলরা বসে বই পড়ছিলো এবং একটি বড় কক্ষের বাইরে কিডস সেকশন লেখা ছিলো, ভেতরে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন বই এবং শেখার তালিকা দেখে ছোট্ট সোনামনির ইচ্ছা করছে যে, এখানেই বসে যাবে।

ছোট্ট সোনামনিকে সম্পূর্ণ লাইব্রেরী দেখিয়ে মামাজান লাইব্রেরিয়ানের নিকট এসে গেলেন এবং তাকে ফতোয়ায়ে রযবীয়ার একুশতম খন্ড আনার জন্য বললেন, যা তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এনে দিলেন। মামাজান তাঁর পরিচয়পত্র তাকে জমা করালেন এবং নিজে কিতাবটি নিয়ে লাইব্রেরীর বাইরে লাইনে রাখা বেঞ্চে এসে বসলেন, তখন ছোট্ট সোনামনি বললো: মামাজান, আপনি কিতাবের টাকা দেননি।

মামাজান মুচকি হেসে বললো: ছোট্ট সোনামনি লাইব্রেরী থেকে কিতাব টাকা দিয়ে কেনা হয়না বরং এখানে তো কিতাব পড়ার জন্য ফ্রি পাওয়া যায়, যা পড়ে আবার ফেরত দিতে হয়।

তো লোকেরা বাজার থেকে সেই কিতাব কেন কিনে আনে? ছোট্ট সোনামনি জানতে চাইলো।

বাবা, সকলেই সব কিতাব কিনতে পারে না, কিছু কিতাব দামী হয়ে থাকে, তাই লাইব্রেরী বানানো হয়ে থাকে, যাতে যারা কিতাব কিনতে চাইনা বা কিনার সামর্থ্য থাকে না তারা যেনো কমপক্ষে পড়া থেকে বঞ্চিত না থাকে।

ছোট্ট সোনামনি খুবই আশ্চর্য হয়ে মামাজানের কথা শুনছিলো।

অতঃপর মামা বলতে লাগলো: অনুরূপভাবে কিছু লোকের নিকট কিতাব তো থাকে কিন্তু তারা শোরগোল থেকে দূরে শান্ত পরিবেশে পড়ার জন্যও লাইব্রেরীতে আসে, তাই আপনি হয়তো দেখেছেন যে, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় স্টিকার লাগানো আছে যে, "উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ" এবং যাকে আমি কিতাব আনতে বলেছি না, তাকে লাইব্রেরিয়ান বলা হয় অর্থাৎ বই সংরক্ষণকারী। চলো এবার ফিরে যাই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরা মাগরিবের নামায আমাদের কলোনির মসজিদে গিয়ে পড়বো এবং ছোট্ট সোনামনি মনে মনে আজকের ভ্রমনের ঘটনা তার বন্ধুদের শুনানোর চিন্তা করতে করতে উঠে দাঁড়ালো।

রোযার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশ থেকে সাত'শ (৭০০) গুণ পর্যন্ত দান করা হয়, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اِلَّا الصَّوۡمَ فَاِنَّہٗ لِیۡ وَاَنَا اَجۡزِیۡ بِہٖ۔ অর্থাৎ রোযা ব্যতিত যে, রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি দিবো। **আল্লাহ পাক** আরো ইরশাদ করেন: বান্দা তার প্রবৃত্তি ও আহার শুধুমাত্র আমারই কারণে ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশি রয়েছে, একটি ইফতারের সময়, অন্যটি আপন প্রতিপালক **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের সময়, রোযাদারের মুখের গন্ধ **আল্লাহ পাকের** নিকট মুশক (এক প্রকার উন্নত মানের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি পবিত্র।" (মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫১)

আরো ইরশাদ করেন: রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে অনর্থক কথা বলবে না, চিৎকার চেচামেচি করবে না, অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন বলে দেয়, **"আমি রোযাদার।"** (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯৪)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net